রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

দিনপঞ্জি। ১৮৯০

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ১৩৯৩ রথযাত্রা

প্রচ্ছদ : শমীন্দ্র ভৌমিক

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস
2 গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা 4 থেকে প্রকাশিত।
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
9/3 রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা 9 থেকে মুদ্রিত

নিবেদন

শ্রীমতী পারমিতা বিশ্বনাথনের সৌজন্যে ও অধ্যাপক স্বপন মজুমদারের আগ্রহে দিনপঞ্জিটি প্রকাশিত হল। 'বিভাব' সম্পাদক শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্তের সৌজন্যে বিভাব 31 সংখ্যার অতিরিক্ত মুদ্রণ থেকে বর্তমান গ্রন্থ প্রস্তুত হল। উত্তর-ভাষটি লিখে দিয়েছেন অধ্যাপক মজুমদার। এঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

২০এ জানুয়ারী বেলা ১১টায় পত্র লিখিত।

"পতিত পাবন, জীবনের দুঃখের বোঝা, হায় এ শক্ত হয়েছে। হে প্রেমময় [illegible] বল দাও। অশিক্ষিত, তোমাকে [illegible] কি হবে। খাইতেছি, কিন্তু এই তোমার দেখা পাই নে— তোমাকে ত [illegible] দেখিতে পাইতেছি না। [illegible] দেখা দাও। তোমাকে [illegible] বলিবার আমি অধিকারী নই, প্রভু; সংসারকে, নিজের এবং পরিবারের সুখদুঃখকে আমি তোমা অপেক্ষা মূল্যবান মনে করেছি। বাসনা দাও— প্রভু—।"

প্রাতে সমাজে গিয়া কিছুক্ষণ উপাসনাতে যোগ দিই। [illegible] সংশোধন করি। [illegible] ১১॥ হইয়া যায়। [illegible] পড়িতেছিলাম। [illegible] Light of Asia [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ৩॥ [illegible]।

স্মৃতি শক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। সকালের কথা সন্ধ্যা বেলা মনে থাকে না। অনেক কাজই মনে করিতেছি।

মনোরমা পত্র দিতেছে না কেন? [redacted] " [redacted]। বোর্ডিং [illegible] এখনও [illegible] খেলার জন্য প্রস্তুত নয়, [illegible] হইতেছে।

সমাজ [illegible] "বন্ধু (প্রেম [illegible])" [illegible] "[illegible] (Messenger [illegible]) জন্য।

MEMORANDA FOR JANUARY 1890.

Besides doing my appointed duties, I must read at least 100 pages daily on an average ; two-thirds of my studies must be philosophical. Write articles for Dharmabandhu & Indian Messenger. Letters – outpourings of my whole soul – to Manorama as often as I can. Take every opportunity to let my brothers and mother know my views.
Try every moment to do God's will. I require to keep a more detailer account of my growth in spiritual matters than is possible in this book.
1 article for "Messenger", letter to do. Answer as many letters as I can. Procure Book of Golden deeds.

January 1 | **Wednesday** | **Pous 18**

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

আজ সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। মনোনিবেশ ভালো হয় নাই। উপায় তাঁহাকে ভালোবাসা, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে তাঁহার হইবার চেষ্টা করা। দেবেনের নিকট কাপড় কিনিবার জন্য টাকা ধার করিতে যাই। তাহাকে গণিত বুঝাইয়া দিই। অবিনাশ "এখনও মনে রাখিয়াছে" বলায় একটুকু অহংকারের ছায়া হৃদয়ে আসিয়াছিল। আমি উপকারের প্রত্যুপকার কিছু করিতে পারিলে যেন ঋণ শোধ হইল এইরূপ কতকটা মনে করি। ইহা বড় দোষ। অতি সামান্য বিষয়ে, যেমন অনেকবার পায়খানা যাওয়া কি মূত্রত্যাগ করা, অপরের opinionকে যেন ভয় করি। I always think that others are observing me. প্রমথর পত্র পাইলাম। তাহার স্ত্রীর সহিত প্রশ্নোত্তর পড়িয়া আমারও তদ্রূপ প্রশ্ন মুন্নুকে* জিজ্ঞাসিতে মন গিয়াছে। "আমরা জন্মের পূর্ব্বে ভালোবাসিতাম, এখন বাসি, মৃত্যুর পরেও পরস্পরকে ভালোবাসিব, আমাদের বিবাহ ঈশ্বর কর্তৃক "ইচ্ছিত" অতএব আমাদের ভালোবাসা অনন্ত" এই সুমহান ভাব বোধহয় আমি মুন্নুকে সম্পূর্ণরূপে বলি নাই। "সঞ্জীবনী"র জন্য যথাসাধ্য

* তখন মনোরমাকে মুন্নু বলিতাম।

Sir W. Wedderburn-এর speech তর্জ্জমা করিয়াছি। স্থরেনকে নিষেধ করিব যেন আমার শ্রমের কথা, কার্যের কথা অপরকে না বলে। তাহাতে আমার অহংকার বাড়িতে পারে। সত্যকে বলিলাম, "মন্দলোক না হইলে ভুতে অনিষ্ট করে না। দেবশিশু সাপে ত কামড়ায়। মেয়েটা হাবা নয়। তা'কে ভালোবাসি। মুখখানা কতকটা মুন্নুর মত। সত্যাচরণ, অবিরক্ত ভাবে কর্তব্যপালন, প্রশংসা লালসা বিনাশ, জিহ্বা দমন, live from within, ঈর্ষা দমন। প্রার্থনা এবং নামজপ। স্থরেনের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় আমার বাল্যবন্ধুত্ব ও দাম্পত্য সম্বন্ধ সম্বন্ধে কথাবার্তা।

একটী "charity brother"কে দেখিলাম। ভদ্রসন্তান। উদ্দেশ্য মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা গরিব ছাত্রাদির ভরণপোষণ, স্থরেন remarked that দেশের উদ্ধারের আশা আছে। স্থরেনের মা বলিলেন, বাছা উঁচু হওয়া ভালো নয় নীচু হওয়াই ভাল।

January 2 **Thursday** **Pous 19**

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

কি করিয়াছি :—প্রাতে উপাসনা, ভ্রমণ, কলেজে পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া, Indian Messengerএর জন্য প্রবন্ধের সার কথাগুলি লিখিয়া ফেলা, কলেজে পড়ান, "সঞ্জীবনী"তে প্রেরিত Wedderburnএর বক্তৃতার অনুবাদের proof সংশোধন, গর্ডনের জীবনীর যৎকিঞ্চিত পাঠ, সান্ধ্যভ্রমণ।

কি করা উচিত ছিল, কিন্তু করা হয় নাই :—১০০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন দূরে থাকুক নিজের কোন বহিই পড়ি নাই; মেসেঞ্জারের জন্য প্রবন্ধ বিস্তারিত ভাবে এখনও লেখা হয় নাই; উক্ত পত্রিকায় "ব্রাহ্ম সমাজে পরনিন্দাপ্রিয়তা" সম্বন্ধে যে পত্র লিখিবার ইচ্ছা আছে তাহার কিছুই করি নাই, তবে লিখিবার অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি—বটে; কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই; Book of Golden Deeds সংগ্রহ করা হয় নাই; মনোরমার জন্য আজ কিছুই করি নাই; আজ কলেজ হইতে আসিয়া অবধিই বড় দুর্বল বোধ হইতেছে; শরীর মনের এমত অবস্থায় কিছু মনে থাকে না, কোন কাজ ভাল হয় না। তদ্ভিন্ন আমার অধ্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু মীমাংসা না হইলে কাজের কোন শৃঙ্খলা হইতেছে না। অন্যের কথা। উমাপদবাবু কলেজে বলিলেন ব্রাড্‌ল হয়ত ঈশ্বর বিশ্বাসী। কারণ তিনি বলিয়াছেন এখানে আসিয়া তাঁহার Homeএর idea বিস্তৃত হইল।

আমার ধারণা তিনি নিশ্চয় কতকগুলি immutable princibleএ বিশ্বাস করেন। ইহাই একপ্রকার theism. উ. বাবু আর একদিন বলেন আমরা মুখে আস্তিক কিন্তু জীবনে নাস্তিক। (উ-অবশ্য তাহা নন) ব্রা. কাজে আস্তিক। সত্যবতী (কাল Prince A. Victorএর আগমন উপলক্ষ্যে Princeকে দেখার কথায় বলিল সেও মানুষ আমরাও মানুষ; তার কেবল ভাল পোষাক এই তফাৎ। তা ভালো পোষাক দোকানে অনেক আছে; ইত্যাদি। Oberlin Socrates পরমেশ্বরের throneএর অতি নিকটে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। Rousseau Voltaireএর কোন ভাল কাজের কথা শুনিয়া বলেন, "Ah, the dear men."

আজ দুএকবার বড়ই জঘন্য অপবিত্র ভাব, "চিত্র" মনে আসিয়াছিল; কু-বাসনা নয়। সুন্দরী যুবতী দেখিলে একটা যেন mild shock পাই। ইহা যদি মন্দ হয় (আমি মন্দ কিনা স্থির করিতে পারিতেছি না) ভগবান যেন এভাব ঘুচাইয়া দেন।

প্রার্থনা। নিজের বাহাদুরির জন্য নয় কিন্তু "সেবা"র জন্য প্রবন্ধ লিখন। প্রার্থনার উত্তর পাইয়াছি কিছু। আরও পাব। সুরেনকে কাল শুবার সময় বারণ করিয়াছি যেন আমার কার্য্যের কথা কোথাও না বলে। পাছে আমার গরব হয়। হীরালালবাবুকে secrecyর জন্য request করিব।

পণ্ডিতের কথামত কাল ১৩ নং গিয়াছিলাম। আমার ভিতরের কথা জানিবার অপরের অধিকার কি?

কার্য্যের শৃঙ্খলা চাই।

January 3 — Friday — Pous 20

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

কি করিয়াছি:—উপাসনা; Indian Messengerএর জন্য "Servant and Slave" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছি; প্রত্যুত্তর পাইবার "তাগিদ" মাত্র। আলিপুর গমন। যোগীর "Key" এবং সুশীল ও বিমানের ফ্লানেলের কোটের দাম পাইলাম; সেজদাদা বোধহয় নসীর বহির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। Shakespeare's Winter's Taleএর Text এবং নোট দুইয়ে প্রায় ৬০ পৃষ্ঠা পড়িয়াছি। Hamilton's Lectures on Metaphy-

sics খুলিয়াছিলাম, কিন্তু ক্লান্তিবশতঃ তাতে মন লাগিল না। বড় বৌকে "সংসার" দিয়া আসিয়াছি।

কি কর্ত্তব্য করি নাই:—প্রাতে বেড়াই নাই; প্রমথ এবং হেমের (Allahabad) পত্রের উত্তর দিই নাই। (হরকান্তবাবুর (16 Raja's Lane) সহিত আলাপ করিতে হইবে); ১০০ পৃষ্ঠা পড়া হয় নাই; Philosophyতে গাফ্‌লতি হইতেছে। মনোরমাকে আজ প্রাণের কথা কিছুই বলি নাই। "ব্রাহ্ম সমাজে পরনিন্দা-প্রিয়তা" সম্বন্ধে চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করি নাই; ভুলিয়া যাইতে পারি। Prince Albert Victorএর আগমন, আমি দেখিতে যাই নাই; লোকের ভিড়। যাদববাবু সন্ধ্যার পর আসিলেন। তজ্জন্য বাসা করিবার ইচ্ছা আবার জাগিয়া উঠিল; কারণ বোধহয় এই যে আমার একটু restraint বোধ হইতে পারে, নতুবা তিনি ত বেশ লোক, খুব jolly এবং আমাকে ভালোবাসেন। কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে হইতেছে। বাসা সম্বন্ধে আগামী সপ্তাহের মধ্যে একটা কিছু ঠিক করিতে হইতেছে।

উপাসনা ও প্রার্থনা কেমন যেন ভাসা ভাসা হইতেছে; প্রাণে দাগ পড়িতেছে না। সুতরাং কিছুই মনে থাকে না। পবিত্রতা, সত্য, সেবার জন্য কবে জ্বলন্ত আগ্রহ জন্মিবে? প্রার্থনা লিখিব। বাহাদুরি এবং প্রশংসা-লাভেচ্ছা সীমার বাহিরে গিয়াছে। "চিন্তা-পুস্তক" এবং "আধ্যাত্মিক রোজনামচা" চাই।

Eden Garden এবং তদ্রূপ যায়গায় যেতে মন যায় না, বাধ বাধ ঠেকে; পরাধীনতার কথা মনে পড়ে; ভয় হয়। বহু শতাব্দীর স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার ফল আমরা ভুগিতেছি।

January 4 *Saturday* **Pous 21**

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্

কি করিয়াছি:—উপাসনা; কলেজে অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত হওয়া; কিছু Winter's Tale পাঠ; কলেজে পড়ান; হেমেন্দ্রর ১৲ টাকা ও দেবেনের দুটাকা দেনা পরিশোধ। প্রমথ. নসী ও হেমকে কার্ড লিখন! মনোরমাকে পত্র দিয়াছি; বড় খারাপ tone, বিরক্তিপূর্ণের মতো; রাত্রে অনুশোচনাবশতঃ আরেকটি লিখিলাম; কাল দিব; মনোরমার না জানি কতই কষ্ট হইবে!

নসীকে সংস্কৃত courseএর key পাঠাইলাম। নসীকে "Government চাকরী করিব না এবং ধর্মের আশা করিও না" লিখিয়াছি।

কর্ত্তব্যের ত্রুটী—প্রাতে ভ্রমণ (ইহা ক্লান্তিবশতঃ) করি নাই। পড়াশুনা একপ্রকার না হওয়ারই মধ্যে। মেজদাদার টুপি কিনি নাই। উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করি নাই।

হেমেন্দ্রর বাসায় ঈর্ষার ভাব, অধরবাবু ও অবিনাশদের বাসায় আত্মগৌরবেচ্ছা হইয়াছিল। জিহ্বাকে কেন শাসন করিতেছি না। অবিনাশ বলিল কাজে করি না, ধর্ম সম্বন্ধে article লিখিব কি বলিয়া। নিজ প্রশংসা আজ ইচ্ছা করিয়া করিয়াছি, করাইয়াছি ও শুনিয়াছি।

মনোরমাকে কেন কর্কশ কথা লিখিলাম? কোমলভাবে ত উপদেশ দেওয়া যায়। আমি বড় দুরাচার। শুধু ভালোবাসার দরুণ তাহাকে ত তিরস্কার করি নাই, নিজের বাহাদুরী অর্থাৎ অহঙ্কার অর্থাৎ বিরক্তিও তাহাতে মিশান ছিল।

পতিতপাবন, এই পাপীর উদ্ধার কর। মুন্নুকে কেন এত কষ্ট দিলাম। তার প্রাণে শান্তি দাও প্রভু। কি করিলে তাহার ক্লেশ দূর হয় প্রভু? অপরাধ মার্জ্জনা কর।

January 5 Sunday Pous 22

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

কি করিয়াছি। প্রাতে গিয়া সাঃ ব্রাঃ সমাজ মন্দিরে গিয়া উপাসনা করি। মনোরমাকে কড়াভাবে পত্রলেখায় প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। Pipe burst করায় স্নানের বিলম্ব। মনোরমাকে আজ ক্ষমা চাহিয়া, হৃদয়ের ভালোবাসা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছি। রচনার বিষয়, রচনা প্রণালী, কয়েকটী বিষয়ের "Skeleton" পাঠাইয়াছি। কিছু Winter's Tale পড়িয়াছি। সমাজে উপাসনাতে যোগ দিতে গিয়াছিলাম। উপরের galleryতে interruption. অধরবাবুর বাসায় Messengerএ আমার আর্টিকেলে ভুল থাকায় হীরালালবাবুকে Errata publish করিতে বলিব। না করিলে আর লিখিব না। ইহা বড়ই নবাবী কথা হইয়াছে। আমি কি বেকুব ও "ফুল"। কাল মদনদাদার কাছে ধর্ম্মবন্ধু পাঠান হইয়াছে। Cardএ আমার স্বাক্ষর আছে।

কি কর্ত্তব্য করি নাই। পড়াশুনা বড় কম হইয়াছে। জীবন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। আজও চাকরী আদির কিছুই ঠিক হইল না।

মেজদাদা আসিয়াছিলেন। সুরেন সঙ্গে গিয়া টুপি কিনিয়া দিয়াছে। বড় প্রস্রাব হইতেছে।

প্রার্থনা:—জীবনের স্থির লক্ষ্য দাও, প্রভু। অহঙ্কার, ঈর্ষা, দূর কর। শৃঙ্খলানুসারে খাটাও প্রভু। পবিত্র কর। মনোরমাকে আমার সঙ্গে মিলিত কর। তাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ধর্ম্মবন্ধুতে প্রবন্ধ দিতে হইবে।

January 6 Monday Pous 23

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

কি করিয়াছি। প্রাতে ভ্রমণ ও হেরম্ববাবুর সহিত সাক্ষাৎ। Winter's Tale পাঠ। কলেজে পড়ান। পুনর্ব্বার হেরম্ববাবুর সহিত সাক্ষাৎ। উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করি নাই। দিনটা বৃথাই গিয়াছে বলিতে হইবে।

কর্ত্তব্যের ত্রুটী। উপাসনা না করারই মধ্যে। আমি যেরূপ Sensitive সুরেনদের বাড়িতে থাকিয়া উপাসনা ভাল হইবে না। তদ্ভিন্ন মনকে সরস করিবার জন্য, যেমন পারি, কোন গান করিতে পাই না। পড়াশুনা হইতেছে না। মনোরমার জন্য কিছুই করি নাই। আজও রসিকতার নাম লইতে গিয়া জিহ্বাকে শাসিত করি নাই। Golden Deeds যোগাড় করিতেছি না। দুই সপ্তাহ দেবেনকে কোন (পড়াশুনার বিষয়ে) সাহায্য করি নাই।

...শরীর বড় দুর্বল. মন অবসন্ন, স্ফূর্ত্তি নাই, তদ্ভিন্ন কার্য্য ও প্রার্থনার অভাব।...

হেরম্ববাবুর নিকট Bradlaugh কিরূপ punctual, তাহা শুনিলাম। Cooli question সম্বন্ধে interviewএর জন্য কিছু পূর্ব্বে যাওয়ায় B. হে. কে বলেন, "You are a little before your time." কিরূপ studious. সেই ভিড়ের মধ্যে Br. Cooli pamphlet master করিয়া ফেলিয়াছিলেন। B. সম্বন্ধে হে-র impression—খুব honest, feel করেন, language poetical, eloquent speaker, delivery intonation বেশ। হে. বলেন "যে কজন ইংরেজ Congressএ যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা যেন প্রত্যেক কথাই feel করিয়া

বলিতেছেন। আমাদের তত feeling থাকিলে কত কাজ হইত।" Br. Acc. 50-52. Wedderburn venerable old man. বোম্বাই শহর কলিকাতা অপেক্ষা সুন্দর, picturesque পরিষ্কার। অধিকাংশই খোলার ছাদ। ঘরগুলি furnished, ছ, সাততলা বাড়ি। বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দুয়ানী বেশী; তবে শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে দশ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা কম। হেরম্ববাবুকে "বরাবর City Collegeএ থাকিবার promise করিতে পারি না" ইত্যাদি লিখিয়া পত্র লিখিয়াছি। কাল দিব।

January 7 **Tuesday** Pous 24

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

প্রাতে উপাসনা, ভ্রমণ, যুগলের হাতে হেরম্ববাবুকে পত্রপ্রেরণ (কালকার পত্রে পুঃ লেখা)। সুরেনকে যৎসামান্য ইংরাজী বুঝাইয়া দেওয়া। বিশেষ কাজের মধ্যে "ধর্মবন্ধু"র জন্য Gordonএর কিছু anecdote লিখন।

নিজের পড়াশুনা কিছুই করি নাই। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইয়া মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছি।...

সুরেন বলিল যাদববাবু আমাকে তাহার examin পর্য্যন্ত থাকিতে বলেন। থাকিব মনে করিতেছি। তাহার জন্য বিশেষভাবে খাটা উচিত।

হেরম্ববাবু বলেন, 1st Feb হইতে চাকরী আরম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বে কেবল তাঁহাকেই ত relieve করিতেছি। Collegeকে pay করিতে বলিতে delicacy feel করেন। বোধহয় Febএর আগে কিছুই পাইব না। তিনি বলেন formal guarantee to serve permanently কি দেওয়া যায়? তবে এই হইলেই হইল যে pressure of circumstance ভিন্ন এবং আমায় কাজ ছাড়িবে না। Nature Clubএর Membershipএর জন্য Heramba B. আমার একমাসের চাঁদা দিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে P.C. Roy "বটানী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। হেরম্ববাবু ও আমার ঘাড়ে Science of language, Gen. literature প্রভৃতি পড়িয়াছে। শিখিবার বড় সুবিধা, ৭ খানা কাগজ লওয়া হইবে।

Congressএর জন্য তিনজন barrister নিয়োগ joint secretary অযোধ্যানাথের power checkএর জন্য।

বাঙ্গালা কুলি pamphbt এবং মেসেঞ্জারের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতে হইবে। So also analysis of Helps.

January 8 Wednesday Pous 25

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

প্রাতে উপাসনা ও ভ্রমণ। অধ্যাপনার জন্য পড়া তৈয়ার করা। Helps পাঠ। Winter's Tale শেষ। কলেজে পড়ান। বৈকালে ভ্রমণ ও ক্লান্তি। অধরবাবুর বাসার বাহিরে পণ্ডিতমহাশয়ের সহিত দেখা। মনোরমার আজও পত্র পাই নাই; তজ্জন্য আবার পত্র লিখিয়াছি।

মনোরমার জন্য কিছুই করি নাই। উপাসনা কাজসারা গোছ হইয়াছে। আরও প্রত্যুষে উঠিয়া উপাসনা করিব। Philosophy পড়ি নাই।

পণ্ডিতজির কাছে এমনভাবে কথা কহিয়াছি যেন হেরম্ববাবু 1st yearএ তাঁর কাজ করিতেছি বলিয়া টাকা দিলেও লইব না। ঠিক বিপরীত। টাকা পাইবার ইচ্ছা থাকাতেই বলিতে গেলে ও কথা তুলিয়াছিলাম। কি ভণ্ডামি। কল্য অধরবাবুর নিকট পণ্ডিতের ব্রহ্মনীতি শুনিয়া অবাক হইয়াছিলামঃ— ১। সমাজের শত্রুর আর্থিক ক্ষতি করিতে পারাও ভালো। ২। তাহাদিগকে ঘুষি মারা উচিত। (দেবেন্দ্র মুখো প্রেরিত "বিবেক" খুলিয়া পড়িয়া bearing-এ refuse করা হয়। paid আসিয়াছিল।) শরীর ও মনের ক্লান্ত এবং স্ফূর্ত্তিহীন অবস্থায় সৎচিন্তা মনে আসিতেছে না। সৎচিন্তার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।

আজ মনোরমাকে লিখিয়াছি যে তার পত্র না পাওয়ায় কাঁদিয়াছি। তাহাকে প্রথম প্রথম ধর্ম্মবন্ধু ৫ম খণ্ড দি নাই কেন, এবং সুশীলার আগমনকালীন আমার মানসিক অবস্থার কথা মুন্নুটীকে লিখিব। মুন্নুকে বড্ড ভালোবাসি। মুন্নু এস গো। তোমাকে ভালোবাসার জোরে টেনে আনব।

January 9 Thursday Pous 26

জয় জগদীশ।

প্রাতে উপাসনা, ভ্রমণ, অধরবাবুকে গর্ডন সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাগুলি প্রদান, Romeo & Juliet (Varionum od.) পাঠ। মনোরমার পত্রপ্রাপ্তি। তজ্জনিত আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি। মনোরমার পত্রের উত্তর দান।

Philosophy হইতেছে না।

অবিনাশের বিদ্যাসাগরের কলেজে কাজ পাইবার সম্ভাবনাতে আমার ঈর্ষা। (খুব faint এবং আমার ইচ্ছাপ্রসূত নয় – ঈর্ষা বই আর কি বলিব।)

রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারত ও রামায়ণ ; সৌভাগ্যসোপান প্রভৃতি বই কিনিব।

Adhar Babuকে তাঁহার "আখ্যানকুসুমে"র জন্য District Boardকে পত্র লিখিয়া দিতে হইবে।

January 10 **Friday** **Pous 27**

পতিতপাবন

প্রাতে উপাসনা, ভ্রমণ, কলেজের পড়া তৈয়ার করা। কলেজে পড়ান। তৎপরে Times of Indiaতে social conferenceএর বৃত্তান্ত পাঠ। কিছু Romeo & Juliet পাঠ। অধরবাবুর জন্য পত্র লিখন। নসী ও বনোয়ারীর পত্রের উত্তর প্রদান। সন্ধ্যার সময় হেরম্ববাবুর বাসায় রাজনারায়ণ বসুকে দর্শন ও হাস্যোদ্দীপক গল্প শ্রবণ। Nature Societyর নিয়মাবলী পাঠ। শরৎ বন্দ্যোর পত্রপ্রাপ্তি।

কাল social conference সম্বন্ধে article লিখিতে হইবে।

শশীবাবুর (প্রচারক) নিকট কয়েকটী গোলাপ ফুল উপহার। পিতা কি জিনিসই দিয়াছেন। মনে হইল, যদি মুন্নু থাকিত কত আনন্দের সহিতই তাহাকে একটী ফুল দিতাম। আমরা যখন বাসায় থাকিব তখন ফুলগাছ লাগাইব। একত্রে থাকার সুখ কল্পনা করিলাম। মনে হইল সেবাব্রতের ক্লান্তি ও কষ্ট সহিতে সমর্থ করিবার জন্য পিতা দাম্পত্যসুখ দিয়াছেন। অমনি একটি অনাথনিবাস, কিম্বা দরিদ্র ছাত্রনিবাস খুলিবার ইচ্ছা জন্মিল। George Mullerএর মত প্রার্থনাশীল হইতে পারিব কি ?

সময়ের বড়ই অপব্যয় হইতেছে। কাজ ভুলিয়া মজা খুঁজিতেছি। মুন্নুর জন্য আজ Spiritnal prideএর অনুবাদ করিতে পারিতাম। কিন্তু আলস্য ও অনবধানতা এবং কার্য্যবিভাগের অভাবে কিছুই হইতেছে না।

January 11 **Saturday** **Pous 28**

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

কল্য পেটের অসুখ হওয়ায় এবং Messengerএর জন্য Social Conference সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে হওয়ায় আজ প্রাতে ভ্রমণ করি নাই। উপাসনা

করিয়াছিলাম। কলেজ যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছি। আজ কলেজে পড়াইয়া সন্তুষ্ট হই নাই। আজিকার মত প্রস্তুত না হইয়া যাওয়া বড় অন্যায়। মনোরমার পত্র পাইলাম। মুন্নু আমাকে বড্‌ড ভালোবাসে। লিখিয়াছে "আমি তোমার পত্নী বলিয়া আপনাকে ধন্য মনে করি।" "তুমি আমার উপর বিরক্ত হইলে আমিও নিজের উপর বিরক্ত হই।" উত্তর দিয়াছি।

...অধরবাবুর কাছে মোটসপ্তকে শুশুনিয়া যাত্রার গল্প করিলাম।

আজ পড়াশুনা কিছুই হয় নাই।

এতদিন পরে আজ সত্যবতী বাড়ি গেলেন।

মাঘোৎসব আসিতেছে। আনন্দ ও কিছু খাটুনির দিন আসিল। মনোরমাকে মাঘোৎসবের programme পাঠাইতে হইবে।

—০—

সকল সত্যের প্রস্রবণ, হৃদয়ে সত্যের নদী প্রবাহিত কর। ধন্য হই। কাজ করিবার ক্ষমতা দাও। তোমা-ময় জীবন কর। মুন্নুর সঙ্গে মিলিত হই।

January 12 **Sunday** **Pous 29**

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্‌।

প্রাতে উপাসনা, ভ্রমণ ও proof সংশোধন জন্য Brahmo Mission Press গমন। সেখানে প্রায় দশটা বাজিয়া যায়। হেমেন্দ্রর 'বনফুলে'র প্রথম ৫ ফর্ম্মার বানান ভুল সংশোধন করিলাম। আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু কেন জানি না, বহিখানা ভালো লাগিল না। চিন্তার বৈচিত্র্য নাই। ভাষার লালিত্য, পারিপাট্য & clearness অনেক স্থলে নাই। তদ্ভিন্ন যেন উচ্চ আসন হইতে উপদেশের ছড়াছড়ি। এত নিজের দোষের উল্লেখ আছে, তথাপি নম্রতা ও অনুতাপের অভাব লক্ষিত হইল। অবশ্য আমার চক্ষে। উপমা, তুলনা আছে, কিন্তু কবিত্ব নাই। বুদ্ধি হইতে প্রসূত, হৃদয় হইতে নয়। তবে অনেক ভালো কথা আছে বটে। কিন্তু Romeo & Juliet পাঠ।

সমাজে উপাসনাতে যোগ দিই। শিবনাথবাবু আচার্য্য। আরম্ভ—ঈশ্বর বাদক, আমাদের হৃদয় হইতে মধুর সঙ্গীত বাহির করিবেন, যদি আমরা তাঁহার হাতে ভার অর্পণ করি। Sermonএর text Davids Psalm "The lord is my Shephord ....'' Illustration দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও অনেক লোক খাওয়ান

কারণ ভগবান সহায় এবং Peter (?) এর মাছধরা ও তৎকালে যীশুর আবির্ভাব। Moral—ঈশ্বরের শরণ লইলে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। Congregation of the S. B. Samajএর meeting। বড় disorder এবং গোলমাল; সুশীলা member মনোনীত হইলেন। পণ্ডিত প্রস্তাব ও আমি অনুমোদন করি। "সুশীলা বলিল আমি শুনিয়াছিলাম মেয়েরাই গোলমাল করে। পুরুষেরাও ত খুব।" হঠাৎ গাড়ি চালানতে সুশীলার মাথায় মাথা ঠুকা গিয়াছিল। শিবনাথবাবু "তোমায় ডেকে পাঠাব মনে করিতেছিলাম তুমি একটুকু দাড়াও" বলিয়া বলিতে ভুলিয়া গেলেন।

—•—

January 13 **Monday** **Magh 1**

প্রাতে উপাসনা ও ভ্রমণ, ও Messenger এর মাঘোৎসব সংখ্যার জন্য হেমেন্দ্রর নিকট হইতে Cyclopaedia of anecdotes, Seekers' after God প্রভৃতি আনয়ন। তাহার কিছু proof দেখিয়া দিই। স্নান আহারের পর তাহার পুস্তকের শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করি। তৎপরে "ধর্ম্মবন্ধু"র জন্য "চিঠিপত্র" লিখি। বৈকালে পুস্তক লইয়া হেরম্ববাবুর কাছে যাই। অধরবাবুকে "চিঠিপত্র" দিয়া আসিয়া হেরম্ববাবুর নিকট বলিয়া Messenger এ Gleanings দিবার পরামর্শ করি। Cooli pamphlet লই। তাহার বাঙ্গালা করিব। হেরম্ববাবু কল্য তাহার বাড়িতে আজ পারিবারিক উপাসনাতে যোগ দিতে ডাকিয়াছিলেন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু আজও থাকিতে বলিলেন না। রাত্রে কিছু Selected Passages Copy করিলাম। কাল অবধি উৎসব আরম্ভ। মনোরমাকে কল্য পত্র লিখিব। সুরেনের জন্য কিছুই করিতেছি না। বড় অন্যায়। হেরম্ববাবুর নিকট হইতে আসিবার সময় গোলদীঘি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সুন্দরতমকে মনে পড়িল। প্রভু হৃদয়ে প্রকাশিত হও।

January 14 **Tuesday** **Magh 2**

প্রাতে উপাসনা। ভ্রমণ। সমস্ত দিন Messengerএর জন্য gleaning সংগ্রহ এবং লিখনেই যাপিত হইয়াছে। আগামী রবিবারে রঙীন মলাট দিয়া Messengerএর মাঘোৎসব সংখ্যা বাহির করিবার কথা হইয়াছে। আমি gleanings ও anecdote দিব। আজ হেমের পত্র ও তৎসঙ্গে ১৩ই মাঘ, ১২৯৩ সালের মনোরমার পত্রটী পাইয়াছি।

সন্ধ্যা ৬॥• টার সময় মাঘোৎসবের "উদ্বোধন" হইল। শিবনাথবাবু আচার্য্য। "ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে" এই গানটি গীত হইলে তিনি বলিলেন "শীতের পর বসন্তাগমে ঝুর ঝুরে বাতাস বয়, প্রকৃতি নবজীবন পায়; হে মানব তুমিও কি নবজীবন পাইবে না"..... উপদেশ। প্রেম পুরস্কার প্রত্যাশী নয়। প্রেমিক স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া প্রেমাস্পদকে উপহার দেন বটে, কিন্তু যিনি পান তিনি একটি পালক পাইলেও অতিশয় আদর করেন; উপহারের ছোট বড় বিচার করেন না। তদনুসারে প্রেমেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। বরং যেখানে প্রেমের অভাব সেইখানেই উপহারের আড়ম্বর। প্রেমাস্পদকে একটী সময়ের ফল দিয়াও তৃপ্তি হয়। তদ্রূপ:—উপসনাকালীন আনন্দ। প্রেমের উচ্ছ্বাস পরমেশ্বরের মানবের প্রতি উপহার। আমাদের তাহাতে কোন অধিকার নাই। আমাদের কর্ত্তব্য তাঁর উপাসনা করা। যিনি আনন্দের জন্য উপাসনা করেন তিনি ত উচ্ছ্বাসেরই উপাসক। তিনি উচ্ছ্বাস দেন আর নাই দেন, যেরূপ ভাবে যখনই দেন তাহা না ভাবিয়া, আর সকলের পেট ভরিল আমার না ভরিলেও এস আমরা সকলে মিলে উৎসবের দ্বারে আঘাত করি। ২য় ভাব বিশ্বাস। পাই কি না পাই, পাইলেও থাকিবে না এ সকল অবিশ্বাসের ভাব ছাড়িয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। ৩। দীনতা—humility. বন্যাতে ধান ও বেতগাছ বন্যা শুকাইলে রক্ষা পায়। দৃঢ়গাছ উৎপাটিত হয়। পিচকারী। বায়ুরূপ স্বার্থপরতা নিষ্কাশিত করিলেই ব্রহ্মকৃপারূপ বারি ঢুকিবে। উদ্বোধনের ফলস্বরূপ আমি দাদা বাড়ী গেলেই পৈতা ফেলা প্রকাশ করিব বলিয়া স্থির করি। কি লজ্জা ও দুঃখের কথা যে ইহার মধ্যে যেন সে পবিত্র উৎসাহাগ্নি নিবিয়া আসিতেছে।

January 15 Wednesday Magh 3

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্

প্রাতে উপাসনা ও ভ্রমণ। তৎপরে Messengerএর জন্য anecdotes উদ্ধৃত করিয়া লিখন। কুলি পুস্তিকার কিয়দংশ পাঠ। স্নানাহারের পর কুলিপুস্তিকা পাঠ শেষ করি। কুলিদের কি ঘোর দুর্দশা। কুলি সংরক্ষিণী সভা কি স্থাপন করা যায় না? আমার কিন্তু physical courage নাই। চোখাচোখি হইলে আমি কাহাকেও একটা চড়া কথাও বলিতে পারি না। যেখানে রাগারাগির

ভাব নাই, সেখানেও কাহাকেও contradict করিতে পারি না। তবে pamphlet বিতরণ প্রভৃতি দ্বারা যাহা হয় তাহা আমি করিব। এই দিন মনোরমার পত্র পাই। এক্ষণে (১টার পর) তাহার পত্রের উত্তর লিখিলাম। পৈতা ফেলার প্রতিজ্ঞা এবং আমার দুর্ব্বলতার কথা তাহাকে লিখিয়াছি। মেজদাদাকে জানাইলাম (post card দ্বারা) যে আমি সুরেনদের request দ্বারা তাহাদের বাড়িতে আছি। কলেজে পড়ান। Dr.P. C.Royএর বাড়ীতে Nature Societyর প্রথম অধিবেশনে তিনি "Preservation & extinction of types of animals" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জলযোগও হইয়াছিল। প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতা বেশ connected ও methodical হয় নাই। ইংরাজীতে তাহার খুব ভাল দখল নাই। বাবু নীলরতন সরকার অনেকগুলি instructive remark করেন। তাঁর ইংরাজী বলিবার ক্ষমতা মন্দ নয়। তদ্ভিন্ন উল্লিখিত বিষয়টিতে তাহার বেশ দখল আছে বোধ হইল। হেরম্ববাবু একটুকু বেশ ইয়ারকি দিয়া লন। কামিনী মেয়ের সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর courtship চলিতেছে নাকি? হেরম্ববাবু ত খুব পরিহাস করিতেছিলেন। আগামীবারে Zooতে Cat সম্বন্ধে dissedim সহ বক্তৃতা হইবে। একটা বিড়ালকে এই উদ্দেশ্যে মারা হইবে, গতিকে ইহা বুঝিতে পারায় H. বাবু আপত্তি করেন। পরে রামব্রহ্মবাবু অপর কর্তৃক তাহাদের নিজ উদ্দেশ্যে হত বিড়াল সংগ্রহ করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় আপত্তি দূর হয়। রাত্রি ১১৷৷০টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সুতরাং সুরেনদের বাড়ী না আসিয়া H বাবুর বাসাতেই ঘুমাই। বরাবর চলিলে আমাদের সমিতি বড়ই উপকার দিবে।

এই কার্য্যলিপি ১৬ই জানুয়ারী লিখিত হইল।

Jaunary 16 **Thursday** **Magh 4**

প্রাতে হেরম্ববাবুর বাসা হইতে আসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া "উদ্বোধন" এর ইংরাজী রিপোর্ট লিখি। কল্যপ্রাতে উপাসনা করি নাই। স্নানাহারের পর সুরেনের লিখিত তাহার Helps's Essays এর ব্যাখ্যা সংশোধন করিয়া দিই। তৎপরে মাঘোৎসবের ১ম দিনের বৃত্তান্ত (ইংরাজী) লিখি। তাহার পর George Mullerএর ইংরাজী জীবনচরিতপাঠ করি। পূর্ব্বরাত্রে ১২ টার পর নিদ্রা যাওয়ায় একটুকু ঘুমাইয়া পড়ি। তৎপরে জল খাইয়া হেরম্ববাবুর বাসা যাই। সেখানে তাহাকে না পাইয়া Faber's hyums ও Muller এর জীবন

এবং আমার লিখিত উৎসবের Reportএর কিয়দংশ তাহার টেবিলে রাখিয়া আসি। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" বিষয়ে শিবনাথবাবুর বক্তৃতা শুনি। বেশ বক্তৃতা। হেমেন্দ্রকে সমাজ যাইবার সময় তাহার পুস্তকের দোষগুলি বলিয়াছি। একখানি "বনফুল" উপহার পাইয়াছি। মনোরমাকে পাঠাইব। মেজদাদা কাল আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। শিবনাথবাবুর বক্তৃতার রিপোর্ট লইয়াছি। দুটী অভাব বোধ হইতেছে। শারীরিক এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মানসিক বলের অভাব। এবং স্মৃতি শক্তির হ্রাস। বিশ্বাস যেন নিবিয়া যাইতেছে। জীবন বড় চঞ্চল এবং irregular হইয়াছে। একদিন হেমেন্দ্রর বাসাতে যাপন করি। ..."বামাবোধিনী" নকল করিয়া পাঠাইব।...Written on the 17th Jaunary.

January 17 Friday. Magh 5

পূর্ব্বরাত্রে হেমেন্দ্রর বাসায় ছিলাম, প্রাতে তথা হইতে আসিয়া পূর্ব্বদিনের ডায়েরী লিখিলাম। শিবনাথবাবুর বক্তৃতা লিখিতে বসিয়া অল্প লিখিয়াই ক্লান্তিবশতঃ রাখিয়া দিলাম। কলেজের পড়া দেখিলাম। স্নানের পর উপসনা করিলাম। আহারের পর hreen's Historyতে মেরীর রাজত্বে Martyrদের বৃত্তান্ত পড়িতে লাগিলাম। পরে ঘুমাইয়া পড়ি এবং ১২॥০ টার সময় কলেজ যাইবার কথা ছিল, তখন ঘুম ভাঙ্গিল। কলেজ গমন। বাসায় আসিয়া Light of Asia ও George Mullerএর জীবনী হইতে দুটি জায়গা মেসেঞ্জারের জন্য লিখি। সন্ধ্যার সময় হেরম্ববাবুর সহিত আমার চাকরী সম্বন্ধে কথা হয়। তিনি ক্ষোভের সহিত বলিতেছিলেন যে উমেশবাবু এখন বলিতেছেন "Session আরম্ভ হ'বার আগে, উমাপদবাবু থাকিতে থাকিতে কিরূপে নূতন বন্দোবস্ত করা যায়।" H. বাবুকে আমি পূর্ব্বেই একখানা পত্রে এই আশঙ্কার কথা লিখিয়াছিলাম। H. বাবু বলিতেছিলেন "তুমি যাহা মনে করিয়াছিলে তাই বুঝি হয়; আমি বলিয়াছি, তাহা হইলে আমাকে অব্যাহতি দিন, আমি আর ২১ ঘণ্টা খাটিতে পারিব না। তদ্ভিন্ন আমার একজন trustworthy assistant চাই।" সমাজে লছমন প্রসাদের "ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিষয়ক অভাব" সম্বন্ধে হিন্দী বক্তৃতা। তিনটি অভাব (১) বিশুদ্ধ জ্ঞান (২) সৎ-সাহস বা মানসিকবল (moral courage) (৩) Spirit of self sacrifice, আত্মোৎসর্গ, living for others.

১৮ই প্রাতঃকালে লিখিত।

January 18 Saturday Magh 6

প্রাতে উপাসনা করিয়া Sivanath বাবুর বক্তৃতার রিপোর্ট লিখিতে বসি। কিয়ৎক্ষণ পরে অবু তাহার প্রাইভেট ট্যুইশনের জন্য আসায় তাহার সঙ্গে বাহির হই। আবার আসিয়া Sivanath বাবুর বক্তৃতা শেষ করি। স্নানাহারের পর লছ্‌মন প্রসাদের বক্তৃতার রিপোর্ট লিখি এবং হেমেন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত শশীবাবুর Sermonটী সংক্ষিপ্ত করি। (আজ নসীর পোষ্ট কার্ডে মার দুর্ব্বল শরীর ও রাত্রে জ্বর আসার সংবাদে মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। গ্রীষ্মের বন্ধের পর মা ও মনোরমা উভয়কেই এখানে আনিব।) সঞ্জীবনী ও বনফুল মুন্নুকে পাঠাইলাম। নসীর পোষ্টকার্ড দাদাকে পাঠাইয়াছি। সিটি কলেজে হেরম্ববাবুর নিকট যাই। তারপর হেমেন্দ্র, অধরবাবু ও অবুর সহিত ক্রমান্বয়ে সাক্ষাৎ করিলাম। তৎপরে প্রেসে "কপি" দিই, তথায় H. বাবুর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসি। জলযোগ করিয়া Light of Asiaর বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ বর্ণনাটী পড়ি। কি চমৎকার বর্ণনা। যশোধরার প্রতি কি প্রাণের টান। জীবের দুঃখে হৃদয়ে কতই করুণার উদ্বেল অবস্থা। আবার প্রেসে গিয়া H. বাবুর সহিত দেখা হয়। প্রুফ দেখিলাম। রাজনারায়ণবাবুর অনুবাদিত সাদি ও হাফিজ রচিত পার্সী কবিতাগুলি কি মিষ্ট! এমন প্রেমোন্মত্ততা আর কোথায় পাইব। "এ সভাতে আজ প্রদীপ আনিও না, প্রিয়তমের মুখজ্যোতিঃ আজ এখানে দীপ্তি পাইতেছে।" কি সুন্দর কথা! হেরম্ববাবুকে আমার চাকরীর জন্য বলিলাম। Lansdowne আজ কনভোকেশনে আগামী বৎসর হইতে elected fellows হইবে বলিয়াছেন। মুন্নুকে কি ভুলে ছিলাম নাকি? আমার মিষ্টি মুন্নু, এস গো।

কাজের ভিড়ে উপাসনাতে যোগ দিতে পারিতেছিনা। পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তিগুলি বেশ।

January 19 Sunday Magh 7

"পতিতপাবন, জীবনের তৃষ্ণার বারি, হৃদয় বড় শুষ্ক হইয়াছে। হে প্রেমজলধি, একটুকু জল দাও। আমি তৃষিত। তোমাকে ভুলিয়া খাটিলে কি হইবে। খাটিতেছি, কিন্তু কই তোমার সেবা ত হইতেছে না—তোমাকে তো দেখিতে পাইতেছি না। প্রিয়তম, দেখা দাও। তোমাকে প্রিয়তম বলিবার আমি

অধিকারী নই, প্রভু; সংসারকে, নিজের এবং পরিবারের সুখদুঃখকে আমি তোমা অপেক্ষা বেশী মূল্যবান মনে করি। বাসনা দাও—প্রভু।"

প্রাতে সমাজে গিয়া কিয়ৎক্ষণ উপাসনাতে যোগ দিই। তারপর প্রেসে প্রুফ সংশোধন করি। বাসায় আসিতে ও খাইতে ১১॥০টা হইয়া যায়। শরীর অসুস্থবোধ হইতেছিল। শুইয়া শুইয়া Light of Asia পড়িতেছিলাম ও মেজদাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তিনি আসেন নাই। বন্ধুকে টাকার জন্য পোস্টকাড লিখি। নসীকে P. Card লিখিয়া দিতে ভুলিয়া যাই। প্রেসে আবার রাত্রি ৯॥০টা পর্য্যন্ত ছিলাম।

স্মৃতিশক্তি বড়ই কমিয়া গিয়াছে। সকালের কথা সন্ধ্যাবেলা মনে থাকে না। অনেক কষ্টে মনে করিতে হয়।

মনোরমা পত্র দিতেছে না কেন?...বোধহয় মুনু এখনও পৈতা ফেলার জন্য প্রস্তুত নয়, তজ্জন্য বিলম্ব হইতেছে।

সগত আলি বলিল "বাবু (হেরম্ববাবু) কাগজের জন্য জান দিয়া" (Messenger-এর জন্য)!

২০শে জানুয়ারী বেলা ১১টার পর লিখিত।

January 20 Monday Magh 8

"প্রভু আজ তোমার উপাসনা করি নাই। কি যেন হইয়া গিয়াছি। কিছুতেই মন বসিতেছে না। হে সত্যস্বরূপ, জ্বলন্তজ্যোতিরূপ আমার নিকট প্রকাশিত হও। দয়া কর প্রভু।" প্রাতে উপাসনার জন্য গিয়া অধরবাবুর নিকট শুনিলাম হিন্দী উপাসনা। তজ্জন্য উপাসনা হইল না। কিন্তু মন্দিরে গিয়া নিজে উপাসনা করা উচিত ছিল। Messengerএর জন্য H.বাবু ও আমি এত খাটিলাম, তবু ভুল আছে। প্রেসে নগেন্দ্রবাবুর নিকট শুনিলাম গেরুয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষও একপ্রকার কুসংস্কার (কাল একজন, রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গেরুয়া পরিয়া উপাসনা করায় he is polluting the vedi এই বলিয়া চলিয়া যাওয়ার কথা হেমেন্দ্র বলাতে;)। আজ সুরেনের Paradise Lost দাগ দিয়া দিব। দাগ দেওয়া হইল।

(The remaining portion written on the 21st).

Light of Asiaর কিয়দংশ পাঠ। জল খাইয়া সমাজাভিমুখে যাত্রা। অধরবাবুর নিকট সতীনাথবাবুর দ্বারা সরোজিনী নাম্নী বেশ্যাতনয়ার উদ্ধারের

কথা শুনিলাম। তিনি তাহার সঙ্গে দেখাও করেন না, কিন্তু গোপনে মাসে মাসে তাহার বাসাখরচ দেন। কি চমৎকার! আমি কি অধম! অধরবাবুর সহিত বেশ্যাদিগের পালিতা কন্যাগণের উদ্ধারের জন্য কয়েদ হওয়া দরকার এই কথা হয়। (রাত্রে শশীবাবুর সহিতও সেই কথা হয়)। সমাজে হীরালালBabu Messengerএ ভুল থাকায় আমাকে বিদ্রূপ করেন। Let him have his revenge. সমাজে এইদিন সন্ধ্যার পর ইংরাজীতে উপাসনা, স্তোত্র ও উপদেশ হইয়াছিল। Mr. Villrs Blaker স্তোত্র গান করেন। শিবনাথবাবু উপাসনা করেন। তাঁহার Sermon অপেক্ষা আরাধনা ভালো লাগিয়াছিল। Voysey's Revised Prayer Book ও Benediction বেশ লাগিয়াছিল। একখানা কিনিব।

মনোরমার জন্য কিছুই করি নাই। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পাইলেই পাঠাইয়া দিব।

"হে সত্যস্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হও।"

January 21 **Tuesday** **Magh 9**

২২এ লিখিত।

পতিতপাবন, পাপীর উদ্ধার কর।

—০—

এইদিন প্রাতে উপাসনা করি নাই। সমাজাভিমুখে গিয়াছিলাম। কোন কাজই হয় নাই। স্নানাহারের পর কাজের মধ্যে Light of Asiaর কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ এবং মুনুকে একখানি পত্র লেখা; তাহাও পয়সার অভাবে পাঠান হয় নাই। হেম ও প্রমথর পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। পয়সার অভাবে আলিপুর যাইতেও পারি নাই।

সীতানাথবাবুর নিকট গিয়া Golden Deeds আনয়ন। তিনি আমাকে প্রচারক চন্দ্রবাবুর নিকট ব্রাহ্মসমাজের "বলি" বলিলেন। কবে "বলি" হইতে পারিব!!

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত আনিয়া ভুল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছি। বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি।

নিজের পড়াশুনা কিংবা অপর কোন কাজই হইতেছে না।

পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা; কলুষনাশন প্রভু; আমাকে উদ্ধার কর। আমি বড় অপবিত্র। হৃদয় দূষিত কল্পনা ও নরকের চিত্রে পরিপূর্ণ। পবিত্র কর প্রভু। মনোরমাকে ভালোবাসিতে শিখাও।

—০—

January 22 **Wednesday** **Magh 10**

আজ প্রাতঃকালে ঈশ্বরের নিকট তিনটী বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলাম। জীবনের চঞ্চলতা, irregularity দূর করা; নিজের কর্ত্তব্য পালন; পবিত্র হৃদয়। কাল রাত্রে অতি কুৎসিত স্বপ্ন দেখিয়াছি।... জীবন এত শান্তিহীন, ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছে কেন? জীবনের কাজ খুঁজিয়া পাই নাই; প্রভুর সেবার পথ পাইতেছি না। আমি ভুলিয়া গিয়াছি "Do with all your might whatever your hands find nearest to do." কর্ত্তব্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। কত কর্ত্তব্যই অসম্পন্ন রহিয়াছে। আমার মা'র জন্য প্রাণ দিতে পারি এমন মনে হয় না কেন?

—০—

(১২ই মাঘ লিখিত।)

অদ্য (১০ই) নসীব জন্য Golden Deedsএর কয়েকটি Passageএর ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাই। তৎপরে স্নানাহারের সময় ব্যতীত ১॥০টা পর্য্যন্ত "রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" পাঠ করিয়া তাহার বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করি। বহিখানি কাগজে মুড়িয়া এবং মনোরমার পত্রের উত্তর দিয়া উমাপদবাবুর নিকট গিয়া তাঁহার "পুরুষকারে"র নিমিত্ত প্রমথ ও ব্রজেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখি। তৎপরে নগরকীর্ত্তন ও উপাসনাতে যোগ দিই। কেদারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ।

মনোরমা পত্র লিখিয়া আমার পৈতা ফেলার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছে। প্রভু আমাকে মনুর উপযুক্ত কর।

January 23 **Thursday** **Magh 11**

১২ই মাঘ লিখিত।

পতিতপাবন, দুর্ব্বলের বল, আমাকে পবিত্র কর; বল দাও।

—০—

সমস্ত দিন উৎসব। প্রাতঃকালে প্রাণ ভিজিয়াছিল। মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোর সংশয়ের অবস্থা। তৎপরে প্রভু প্রাণে অনুতাপ দেন। অনুতাপ ধন লইয়া ঘরে আসি।

মধ্যাহ্নের উপাসনার সময় শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কিয়ৎক্ষণ নিদ্রিত হইয়া পড়ি। তারপর বড় গরম ও তৃষ্ণা বোধ হওয়ায় অবিনাশদের বাসায় যাই। আগামীবার হইতে প্রাতে বেদীর পার্শ্বস্থ স্থানে বসিব। তৎপরে মধ্যাহ্নে নামিয়া একবারে বৈকালে কোন বেঞ্চে বসিব। দেখিলাম শরীর অবসন্ন থাকিলে ধর্ম্মসাধনও হয় না।

—০—

রাত্রে ছোট পুঁটীর অন্নপ্রাশনের জন্য আলিপুর যাইবার পত্র পাইলাম। তখন too late. আগে পাইলেও যাইতে পারিতাম না। ১০ই মাঘের রাত্রি হইতে ১২ই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হেমেন্দ্রর বাসায় ছিলাম।

January 24 Friday Magh 12

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

প্রভু অবসন্ন হৃদয়ে বল দাও।

অদ্য প্রাতে হেমেন্দ্রর বাসায় উপাসনা করিয়া সুরেনদের বাসায় আসিলাম। কাল হেমের মুখে শুনিলাম যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতি নিশ্বাসে ঈশ্বর আমাকে দেখিতেছেন এবং আমি তাঁহাকে দেখিতেছি এইরূপ সাধন করিতেন বা করেন। কি কঠোর সাধন।

সুরেনের কাছে আসিয়া শুনিলাম, পুঁটীর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভোজের জন্য সন্দেশের দাম ২টাকা রাখা হইয়াছে। বড় চুক্ হইয়াছে।

হেমের প্রেরিত ধর্ম্মবন্ধু প্রভৃতির জন্য টাকা ও নসীর পত্র পাইলাম।

—০—

(১৩ই মাঘ লিখিত)

সুরেনের Stor's Paradise Lost Bk I নোটগুলি দাগ দিয়া দিই। স্নানাহারের পর "রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের" যাহা বাকি ছিল পড়িলাম। তৎপরে আলিপুর গেলাম। ট্রামে এবং রাস্তায় Light of Asia পড়িলাম। আলিপুর গিয়া বড় বৌয়ের নিকট শুনিলাম রমণদাদা আমায় অনেক দোষ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বড় চটিয়াছিলাম; কারণ অনেক মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। আমি contradict করিব। বিরক্তিবশতঃ আমি রমণদাদার নিন্দা করিয়া বসি; তাহা সত্য হইলেও আমি বড় অন্যায় করিয়াছি।

আলিপুর হইতে আসিয়া সমাজে আনন্দমোহন বসুর বক্তৃতা শুনিলাম। ভাষায় দখল খুব। বিনয় অতি চমৎকার। তিনি একটী Beautiful Countryর (God's Presence) যে ভাবে বলিলেন, তাহাতে স্পষ্ট মনে হইল যে তিনি ভক্ত ব্যক্তি। বনোয়ারী আসিয়াছে, লোকনাথের নিকট শুনিলাম। বাসায় আসিয়া বুদ্ধদেবের কত গল্প করিলাম। সুরেনের মা বলিলেন "ধর্ম্ম মুখে সহজ, নিষ্ঠাই কঠিন।"

কৃষ্ণাপৌত্তমার গল্প ; রাজার প্রেরিত কোন দূত ফেরে না তার গল্প ; একটী মেষশাবক বহন তাহার গল্প ইঃ। প্রার্থনা করিয়া শয়ন।

January 25 **Saturday** **Magh 13**

কাপুরুষের সাহসদাতা, অপ্রেমিকের প্রেমদাতা আমার উদ্ধার কর।

প্রাতঃকালে উপাসনা করি। স্মৃতিশক্তি পূর্ব্ববৎ দুর্বল রহিয়াছে। প্রাতঃকালে কি প্রার্থনা করিয়াছি তাহা স্পষ্ট মনে নাই। রমণদাদাকে পত্র দিয়াছি। tone যাহা পারিয়াছি mild করিয়াছি। পত্র লিখিবার পূর্ব্বে ঠিক মানসিক ভাবের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সমাজ হইতে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল যে কতকটা High platform থেকে দুএকটা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা শুনাইয়া দিলে হইত। পত্রের নকল রাখিয়াছি। আহারের পর Light of Asia পাঠ করি। প্রায় ১ ঘণ্টার উপর ঘুমাই। তৎপরে আমার শাশুড়িকে একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলাম ; কিন্তু দিব না। হেম ও নসীকে পোস্টকার্ড লিখিয়াছি। সমাজে শিবনাথবাবুর "সংস্কারকগণের দায়িত্ব" বিষয়ক বক্তৃতা শুনিলাম। বেশ চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা। পথে আসিতে আসিতে কলেজ ষ্ট্রীটের Imperial Druggists Hallএর opposite এক দোকানে একটী স্ত্রীলোক গাইতেছে শুনিলাম। অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিল। মিষ্ট লাগায় আমিও দাঁড়াইলাম। এক কণ্টবর আসিয়া হঠাৎ সমস্ত লোককে ধাক্কা দিল। আমার আঙ্গুলে চাপ পড়িয়াছিল। একজন লোক ত হুজুরের সঙ্গে—হুজ্জুত লাগিয়া গেল। আমি দুচারি কথা বলিলাম। কিন্তু হুজুরের কানে গেল না। কি নির্জ্জীব জাতি আমরা! অমনি কণ্টবরের নাকে ঘুসি পড়া উচিত ছিল। নতুবা এ জাতির উদ্ধার নাই! আমিও বড়ই—কি বলিব—নিস্তেজ প্রকৃতি। কত কথাই ভাবিলাম। হায়রে, একটি কণ্টবর, তাকেও সুপথে রাখিতে হইলে সেই এক দরখাস্ত। কেনই বা লিখি! ধিক্ বাঙ্গালী জন্মকে!

রমণদাদার পত্র উপলক্ষে মনে হইল যে মুন্থকে আমার সর্ব্বপ্রকার অযথা নিন্দা ও ক্লেশ হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। আমি রমণদাদার পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ভালই করিয়াছি। আজ কণ্টবর কীর্ত্তির পর কেন জানি না আমার অনেকটা হৃদয়ে সাহস বাড়িয়াছিল।

শিবনাথবাবুর speech শুনিয়া মনে হইল যে আমার দায়িত্ববোধ কম। তাহা এক Messengerএর Reportingএই প্রকাশ।

বনোয়ারী দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে।

January 26 **Sunday** **Magh 14**

কর্ত্তব্যজ্ঞান উজ্জ্বল কর, প্রভু। ইন্দ্রিয়লালসা দূর কর।

—o—

প্রাতঃকালে উপাসনান্তর ভুতুর মায়ের জন্য রামায়ণ ও হীরালালবাবুর জন্য হার্মোনিয়াম্ বাজাইতে শিখিবার বহি কিনিতে এবং বনোয়ারীর সহিত দেখা করিতে যাই। দেখা করিয়া ২॥০টা টাকা পাওনা ছিল পাইলাম। রামায়ণ ও সঙ্গীতসূত্র কিনিলাম। (হীরালালবাবু পরিবার লইয়া যাইতে আজ ভোরে এইদিক দিয়া যান।) স্নানাগারের পর Light of Asia লইয়া শয়ন করি কিন্তু একটুকু পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ি।···শরীরের সজীবভাব বড়ই আবশ্যক।

সুরেন আজ প্রথমে বহিগুলি দিতে প্রথম শিয়ালদহ station পরে ভবানীপুরে হী· বাবুর বাসায় যায়; এবং সেই সঙ্গে দাদার সহিত দেখা করে। আজ Lihgt of Asia শেষ হইল।···রমণদাদার পত্রের মর্ম্ম সহিত মনোরমাকে পত্র লিখিলাম। সমাজে গিয়াছিলাম। কিন্তু সর্দ্দি হওয়ায় "সত্যংজ্ঞানম্"&c উচ্চারণের পরই চলিয়া আসি। বৈকালে যখন বাহিরে যাই, যাদববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে?" আমি কিছু বলিলাম না। "বেড়াতে যাবে." বলিলাম "হাঁ।" কিন্তু বলা উচিত ছিল সমাজ যাইতেছি। আমার মনে হয় ব্রাহ্ম বলিয়া সকলেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে। লোককে অসন্তুষ্ট করিতে এত ভয় কেন?

January 27 **Monday** **Magh 15**

১৬ই মাঘ লিখিত।

প্রাতঃকালে উপাসনার পর গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাই। একটা Eurasian ছোঁড়া আমায় ঠেলিয়া চলিয়া গেল। কত কি ভাবিলাম। Romeo & Juliet

পাঠ। স্নানাহারের পর কলেজ যাই। জুতা সারাইয়া আনিলাম। Students' Weekly Serviceএর কার্ড একখানি ব্যাখ্যাসহিত মুন্নুকে পাঠাইলাম। ··· জল খাইয়া আলিপুরে বড় বৌকে দেখিতে গেলাম। পূর্ব্বদিন স্থরেন বড় বৌ পীড়িত শুনিয়া আসিয়াছিল। দেখিলাম ভাল আছে। চলিয়া আসিতে মনে কষ্ট হইল। কিন্তু আলিপুরে আমার থাকিতে মন যায় না। একটী চামড়ার Belt আনিলাম। সেটী ক্রীত কিংবা জেলের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ক্রীত না হইলে আমি লইব না।

···

উপাসনা করিয়া শয়ন করি। কলেজে গিয়া বারাণসীবাবুর ১৮ই জানুয়ারীর পত্র পাইলাম।

হেরম্ববাবু বলিলেন আমাকে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে Council একমত; কবে Service আরম্ভ হইবে তাহা তাঁহাকে Consult করিয়া স্থিরীকৃত হইবে।

January 28 **Tuesday** **Magh 16**

১৭ই মাঘ লিখিত।

প্রাতঃকালে উপসনান্তর হেমের বাসা; অধরবাবুর বাসা, সমাজ office (তত্ত্বকৌমুদীর দঃ কেদার সরকারের Subscription দিতে) এবং স্থবোধ মহলানবিশের নিকট Messengerএর জন্য মাঘোৎসবের report লইতে যাই। যাইবার বেলা শুনিলাম (অবুর মুখে) যে তাহাদের বাসায় শিকল দিয়া পাড়ার কতকগুলা মাতাল গালাগালি দিয়াছে ও পাথর ছুড়িয়াছে। আসিবার সময় পণ্ডিতজীর সহিত সাক্ষাৎ; তাঁর ও হেমের নিকট আমি আমার চাকরী লইয়া complain করি। ঠিক সে ভাবে করা উচিত হয় নাই। "ধর্ম্মবন্ধু"তে সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিবার জন্য হেমের Weekly Statesman আনি। পথে এক বৃদ্ধ বলিলেন যে Statesmanএর সম্পাদক Knight সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। স্নানাহারের পর "ধর্ম্মবন্ধু"র জন্য notes লিখিয়া Statesman পড়িয়া জলযোগ পূর্ব্বক পার্ক ষ্ট্রীটে মহর্ষির বাড়িতে ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে যোগ দিতে যাই। Tramwayর terminusএ পৌছিয়া Knight সাহেবের Hearse এবং funeral procession দেখিলাম। অনেক বাঙ্গালী বাবু ও ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। Ripon ও Albert College তাঁহার সম্মানার্থ বন্ধ দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলনীতে একটী Committee স্থির হইল। সকল সমাজেরই সভ্য তাহাতে আছেন। শীঘ্র শীঘ্র পরস্পরের সহিত meet করিবার বন্দোবস্ত, গরিব ব্রাহ্মগণের সাহায্য করা

যুবকগণের চরিত্রোন্নতি কার্য্যে ইত্যাদি বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করার প্রস্তাব হইল। সম্মিলনী অপরাপর প্রস্তাবও বিবেচনা করিবেন। মহর্ষিকে দেখিলাম। জলযোগও হইল। ট্রামে একটী বাবুর নিকট শুনিলাম যে India Govt. এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে এই যে শীত (১৪ই মাঘ হইতে) পড়িয়াছে ইহা Influenzaর predisposing cause, পূর্ব্ব লক্ষণ; India Govt. নিজ অফিসে আগুনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমারও বড় সর্দ্দি করিয়াছে। মনোরমাকে খুব গরমে থাকিতে লিখিব। রাত্রে প্রার্থনার সময় মৃত্যুভয় (অবশ্য অতি সামান্য ভয়ের ছায়ামাত্র হইয়াছিল) হইতে দূরে রাখিতে প্রার্থনা করি। Why can't I bear the thought of death? সুরেনকে উপহাসচ্ছলে বলিলাম যদি মরি কোন মতে একবার মনোরমাকে দেখাস্। মনোরমাকে ছাড়িয়া বাঁচা দায়।

January 29 Wednesday Magh 17

১৮ই মাঘ লিখিত।

কি করিয়াছি। উপাসনা, কলেজের পড়া তৈয়ার। মনোরমার পত্রের উত্তর দান। অধরবাবুর নিকট গিয়া গর্ডন সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধের প্রুফ সংশোধন। সর্দ্দি হওয়ায় প্রাতঃকালে বেড়াইতে যাই নাই। মনোরমার এক বোন্ হইয়াছে। ধর্ম্মবন্ধুর proofএর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

—o—

শিবনাথবাবু বলিলেন "Messengerএ Brahmo Samaj Columns বড় meagre হইয়া পড়িয়াছে. তুমি বিশেষ ভাবে উহার ভার লও।"

ব্রাহ্মদের এখনও দস্তুরমত punctually কাজ করা অভ্যাস হয় নাই। ব্রজবাবুকে সগত আলিকে ২টার সময় (১৮ই) পাঠাইতে বলিয়াছি—বোধহয় আসিবে না। রাত্রে এত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে নিদ্রার পূর্ব্বে উপাসনা করি নাই।

—o—

আমার চাকরী সম্বন্ধে কি করা উচিত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। উমেশবাবু বলিলেন first yearএর Englishএর পরীক্ষা তোমাকে করিতে হইবে। এই কথা পণ্ডিতজীকে বলিতে গিয়া বলিলাম "কাজের কথা সবাই বলে, কিন্তু খাবার খবর নেয় না।"

January 30 Thursday Magh 18

উপাসনায় মন বসিল না। First year examine করা ও চাকরী বিষয়ে উমেশবাবু ও হেরম্ববাবুকে কি লিখিব কেবল তাহাই মনে হইতে লাগিল।

১৯শে লিখিত।

উমেশবাবু ও হেরম্ববাবুকে পত্র লিখিলাম। Messengerএর জন্য রামকুমার বাবুর উপদেশের মর্ম্ম লিখিলাম। সর্দ্দি হওয়ায় স্নান করি নাই। আহারের পর কলেজের পড়া তৈয়ারী করিলাম। পরে বাহির হইয়া সগত আলির সহিত দেখা হওয়ায় তাহার হাতে "কপি" ও হেরম্ববাবু ও উমেশবাবুর পত্র দিলাম। হেমেন্দ্রর কাছে গিয়া শশীবাবুর sermonএর report লইলাম। অবিনাশ বাঁকুড়াব রাইপুরের নায়েবের (Gisborne Co.র নীলকুঠির) নামে এক দরখাস্ত পাঠ করিল। রজনী গুহ ও যোগানন্দর নিকট শিবনাথবাবুর বক্তৃতার reportএর জন্য গিয়া পাইলাম না। Fair করা হয় নাই। শশীবাবুর sermon প্রেসে দিলাম। শিবনাথবাবু ঠিক সময়ে নিজের লেখা দিয়াছেন। Bhahmo Mission প্রেসে "আলো ও ছায়া" দেখিলাম। Get up খুব ভাল। ধর্ম্মবন্ধুর proof সংশোধন জন্য অধরবাবুর কাছে যাই। Victoria Pressএ ৬॥০ পর্য্যন্ত থাকি। পথে অধরবাবুর সহিত ব্রাহ্মদের want of punctuality & business habits, light heartedness বিলাসিতা প্রভৃতি বিষয়ে কথা হয়। বাসায় আসিয়াই শুনিলাম P. K. Lahiri মুমূর্ষু।...

—o—

I am a *mean* man, for my mind is conversant with *gain*, and not with righteousness.

—o—

ক্লান্তিবশতঃ উপাসনা করিয়া শয়ন করি নাই। চাকরী লইয়া মন বড়ই শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে।

January 31 Friday Magh 19

আজও প্রাতঃকালে উপাসনায় মন বসিল না। হেরম্ববাবুকে রবিবারে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া পত্র লেখায় তিনি আমাকে college authorityদের মতামত জানিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। H. বাবু বলিলেন :—আনন্দমোহন-বাবু বেতন সম্বন্ধে বলেন যে এখন আর একজনকেও রাখিতে হইতেছে সুতরাং

আমাকে বেতন বলিয়া নয়, subsistence allowance স্বরূপ ৫০৲ টাকা দেওয়া যাইবে। এবং মার্চ কি ফেব্রুয়ারীতে চাকরী আরম্ভ হইবে। আমি চাকরী পরে আরম্ভ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে পারি বলিলাম, কিন্তু আরম্ভ হইতেই ১০০৲ টাকা চাই বলিলাম। এখন একথা আমার চক্ষে চাতুরী (Bad sense) বলিয়া মনে হইতেছে কারণ তাঁহারা ত আমাকে রাখিবেনই। বরং "আমি এখন হইতেই কাজ চাই, এবং ১০০৲ টাকা বেতন চাই" বলিলে স্পষ্টকথা এবং সরলকথা বলা হইত। কিন্তু সেই রাত্রেই ভাবিয়া দেখছিলাম আমার ১৭০৲ টাকা ধার। সুতরাং টাকার খুব দরকার। আজ বড় অর্থ-পিশাচের মত ব্যবহার করিয়াছি। লোকে আমাকে বোকা, deceived বলিবে, ৫০৲ টাকার বেশী পাইল না বলিবে, এই জন্যই কি আমি এরূপ ব্যবহার করিলাম? বাড়ীতে সকলে অসন্তুষ্ট হইবে, এজন্যে ত বটেই (হেরম্ববাবুকে ইহা বলিয়াছি)। উমাপদবাবু প্রমথর পত্র পাইয়াছেন। প্রমথ আমাকে খুব ভাল critic বলিয়াছে। রাতে Messengerএর proof দেখিলাম। কাল ঠিক সময়ে (না, সময়ের পূর্ব্বে) সগত আলি আসিয়াছিল। মনটা খারাপ হইয়া রহিয়াছে।···একথা হেরম্ববাবুকে বলিব।

February 1 **Saturday** **Magh 20**

২১শে লিখিত।

উপাসনার (নামমাত্র) পর Massengerএর proof লইয়া বাহির হইলাম। সঞ্জীবনী কিনিলাম। সঞ্জীবনীতে 'বাঙ্গাল' ভাষার নমুনা দেখিলাম এবং উমাপদবাবুকে দেখাইলাম। Pressএ proof দিলাম। অধরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও মাঘ মাসের ধর্ম্মবন্ধু আনয়ন। দাদার নিকট গমন। তাঁহারা ২২শে মাঘ সোমবার বাড়ী যাইবেন। সন্ধ্যার সময় আসিয়া pressএ গেলাম। তথায় হেরম্ববাবুর সহিত দেখা হইল। College council বসিবার কথা ছিল কিন্তু বসে নাই। মাঘোৎসবের reportএর gaps fill up করিবার জন্য proof আনিলাম। রাত্রি ১০৷৷০টা পর্য্যন্ত তাহাই করিলাম। রাত্রে মনোরমাকে স্বপ্ন দেখি। চিঠি দেয় নাই। প্রেস হইতে সমাজ অফিসে গিয়াছিলাম। তথা হইতে প্রফুল্লবাবুর সহিত আসিলাম। তাঁহার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তিনি বলিলেন আমরা Chaucer পড়ি কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়ি না, ইহা বড় লজ্জার বিষয়।

২২শে লিখিত।

বড় বৌকে কোমরবন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উহা ১৷৹ টাকায় কেনা।

February 2 **Sunday** **Magh 21**

আজ উপাসনাতে একটুকু প্রাণ ভিজিয়াছিল। ১১ই মাঘের reportএর আজ একটুকু ভূমিকা লিখিলাম। তাহা লইয়া pressএ গিয়া হেরম্ববাবুর সহিত দেখা হইল। প্রুফ দেখা এবং শিবনাথবাবুর article edit করিতে প্রায় ১০৷৹টা বাজিয়া গেল। বাসায় আসিয়া স্নানাহারের পর কল্য রোজের ডায়েরী লিখিলাম। নসীকে পত্র দিলাম।

২২শে লিখিত।

ইহার পর বড় বৌয়ের বরাতি জিনিস কিনিয়া এবং নসীর জন্য Webb সাহেবের key কিনিয়া আলিপুর যাই। মনোরমার জন্য রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারতের ৪ সংখ্যা বড় বৌয়ের সঙ্গে পাঠাইলাম। ট্রামযোগে সমাজে আসিলাম। উপাসনার পর প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত proof দেখি। অনেক রাত্রি হওয়াতে লজ্জিত হইয়াছিলাম। মনোরমা পত্র দিতেছে না।

—•—

আলিপুর হইতে ভবানীপুর যাইতে যাইতে আমার যীশু খ্রীষ্টের বর্ণিত মেষপালকের দুর্ব্বল মেষশাবকটী বহন ঘটিত রূপকটী মনে উদিত হইয়া বড় সুখ দিতেছিল। ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম "কেন এই পাপীকে এত সুখী কর।"

—•—

পার্ক ষ্ট্রীটের চৌরঙ্গী endএ ৫টি গ্যাসালোক একত্র আছে। দূর হইতে তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর লাগিল। ভাবিলাম "How beautiful is fire! How beautiful is light!" আবার ভগবানকে মনে পড়িল, তিনি কেন এত সুখী করেন, খুঁজিয়া পাইলাম না।

—•—

সুরেনের মা বড় ভাল লোক। আমি পরের ছেলে; এত বেলা করি, এত রাত্রি করি, তবু তিনি ত বিরক্ত হন না।

প্রভু, কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি? তুমি এস, প্রাণ জুড়াক্‌।

উপাসনা। ক'দিন ধরিয়া ভাবিতেছি, মুন্নু পত্র দিতেছে না। আমিও পত্র না লিখিয়া, খবর না পাওয়ার কষ্ট বুঝাইয়া দিব।

২৩শে মাঘ লিখিত।

Romeo and Juliet পাঠ। স্নানাহারের পর Emersonএর Experience বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ। জলযোগের পর হেমের Green's History হাতে করিয়া বাহির হই। পথে রামনাথবাবুর সহিত দেখা হইল। অপর অনেক কথার মধ্যে বলিলেন Premchand পরীক্ষা Light heartsএর কর্ম্ম নয়; এবং private service worldly point of view থেকে সুবিধাজনক নয়। হেরম্ববাবুর নিকট গমন। তিনি যে আমাকে কত বিশ্বাস করেন ও নিজের লোক মনে করেন, তাহার প্রমাণ পাইলাম। তিনি বলিলেন তাঁহার বিবাহ লইয়া মনটা বড় খারাপ হইয়া আছে। তাঁহার পিতা বৃদ্ধ; অনেকের নিকট কাঁদিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দুটী পাত্রী আছে। একটী অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা এবং accomplished ও বেশ ধর্ম্মশীলা। (লাবণ্যপ্রভা বসু?) তবে তাঁহার সঙ্গে বেশী thrown together না হওয়ায় বিবাহের মত কোন ভাব তাঁহার সম্বন্ধে হয় নাই। কিন্তু তিনি হেরম্ববাবুর প্রতি "partial", (to quotte H. Babu) এবং অপর কাহারও সহিত H.এর বিবাহ হইলে বড যাতনা পাইবেন। অপরটীর বয়স এখনও ১৮ উত্তি হয় নাই। বালিকাটী অতি সরলা, affcetation শূন্য, অতিশয় loving এবং বুদ্ধিমতী। কিন্তু লেখাপড়া বেশী জানা নাই। সীতানাথবাবু পড়াইতেছেন। তাঁর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশী মিশিয়াছেন। কতকটা leaning আছে; কিন্তু তাহা বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইনি কালীশঙ্করবাবুর শালী। বিবাহ ইহাকেই করিবেন কিনা স্থির নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার অনেক বন্ধু নানা কারণে remonstrate করিতেছে। এ বিষয়ে অনেক কথা হয়। রাত্রে পণ্ডিতজী ৫০৲ টাকার চাকরী করিতে অনুরোধ করিতে বাড়ীতে আসেন। ও সরোজিনীর জন্য প্রশ্ন করিতে Golden Deeds দিয়া যান। ১০০৲ টাকার কমে করিব না বলিয়া উত্তর লিখিলাম।

আজ উপাসনাতে একটুকু মন ভিজিয়াছিল। খুব ভোরে উঠিয়া, একাকী কোলাহলশূন্য গৃহে উপাসনা করিয়াছিলাম। পূর্ব্বরাত্রে লিখিত পত্র পণ্ডিতজীকে দিয়া আসিলাম। আসিয়া সরোজিনীর জন্য প্রশ্ন করিলাম। স্নানাহারের পর পূর্ব্বদিনের ডায়েরী লিখিলাম। মনোরমার জন্য মনটা কি যে করিতেছে বলিতে পারি না। সে না লিখিলেও আমি কি পত্র না লিখে থাকৃতে পারি। পত্র লিখিলাম।

২৪শে লিখিত।

(রাত্রে "হিমানী" পড়িলাম।)

সরোজিনীর প্রশ্ন লইয়া বাহির হইলাম। ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে দিয়া আসিলাম। হেমেন্দ্রর বাসায় গেলাম। বাসায় আসিয়া জল খাইয়া আবার বাহির হইলাম। অবিনাশের সঙ্গে দেখা হইল। দুজনেরই চাকরী হইলে একসঙ্গে থাকিতে হইবে অবিনাশ বলিল। অধরবাবুর নিকট গেলাম। হেমেন্দ্র মুলারের life লিখিয়াছে দেখিলাম। ভাষা ভাল নয়। হেরম্ববাবুর বাসায় তাঁহার পিতা ও রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা হইল। মৈত্র মহাশয় বলিলেন "আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদক। নিজে লেখাপড়া শিখিতে পারি নাই, সুতরাং তোমরা শিখিতেছ বলিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক ভাল কথা বলিলেন। তাঁহার মতে মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বড় কম। আমার Wordsworth-এর কথাটী মনে পড়িল "Their gratitude has often left me mourning." নিজের এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ কিছু experience বলিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি বলেন "তোমার ত আমি কোন উপকার করি নাই, তুমি কেন আমার অনিষ্ট কর।" বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন গত ৩০ বৎসরে আমরা অনেক লাভবান্ হইয়াছি কিন্তু নিষ্কাম প্রীতি হারাইয়াছি। আমাদিগকে প্রতিদানের আশা ত্যাগ করিয়া পরোপকার করিতে বলিলেন। একটী কোন সাধকের (নানক ?) হিন্দী উক্তি আবৃত্তি করিলেন। তাহার একটী কথা মনে আছে "প্রভু আমার অধার্ম্মিক নাম ছিল, ধার্ম্মিক বদনাম কেন হইল ?" মৈত্রমহাশয় H. বাবু যখন বালক তখন নিজের ছেলেদিগকে বলেন ১০।১৫টি পাকা চুল উপড়াইলে ১ পয়সা দিব। তখন তিনি রাজনারায়ণ বসুর ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা হইতে নিষ্কাম পরোপকার বুঝাইয়া দিতেছিলেন। H. আর চুল উপড়ান না।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "আমি পয়সা লইয়া কেন চুল তুলিব। করি ত অমনি করিব।"

February 5 Wednesday Magh 24

কাল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার হীনপ্রবৃত্তি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। প্রকাশ্যে উপাসনা করিব না ভাবিয়াছি। আজ উপাসনা করিয়াছি। পরে চাকরীর খবর লইতে অধরবাবুর বাসায় যাই। পণ্ডিত বলিলেন শনিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে। আমি বলিলাম "অপেক্ষাই আর কত করিব? আমার কোন কাজই হইতেছে না।" তিনি বলিলেন মার্চ্চ মাস হইতে কাজ হইবে। গত মঙ্গলবারে সমস্ত ঠিক হইবার কথা ছিল। লোকে শুনিলে বলিবে ব্রাহ্মদের কথার ঠিক নাই। তজ্জন্য বাস্তবিকই আমার লজ্জা বোধ হয়—একটা সামান্য কথা স্থির করিতে এত দেরী। আজ মনটা বড়ই খারাপ। এখন একটুকু ভাল, ঈশ্বরকে মনে পড়ায়। মনোরমার পত্র পাইলাম। ...প্রমথরও post card পাইলাম। বর্দ্ধমান যাইতে মন গিয়াছিল। প্রধানতঃ টাকার অভাবে যাওয়া হইল না। কোন একটা F. A. বহির নোট লিখিয়া পয়সা করিতে মন যাইতেছে।

২৫শে লিখিত।

...ধর্ম্মবন্ধুর জন্য "হিমানীর সমালোচনা" লিখিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিয়া আসিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে অনেক যায়গায় ঘুরিলাম। তাঁহাকে আমি যে impulsive এবং একগুঁয়ে তাহা বলিলাম। পরেশবাবুর বাসায় আমি vain ভাবে দুএকটী কথা বলিয়াছিলাম। সন্ধ্যার আগে নসীর জন্য প্রবেশিকার key আনি। পরেশবাবুর বাসায় পণ্ডিত মহাশয় ও হীরালাল হালদার হেরম্ববাবুর বিবাহ বিষয়ক সমালোচনা করিতেছিলেন। কুসুমের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তাহারা বড়ই বিরোধী।

February 6 Thursday Magh 25

উপাসনা। বনোয়ারীর সহিত দেখা করিতে যাই। সেখানেও আত্মপ্রশংসার ছায়া সমন্বিত কথা বলিয়া ফেলি। বনোয়ারীর হাতে নসীর "প্রবেশিকা"র key দিব। কাল মনোরমার পত্রের উত্তর দিই নাই।

২৬শে লিখিত।

মনোরমার পত্রের উত্তর দিলাম। সুরেনের নিকট টাকা লইয়া বনোয়ারীর জন্য Light of Asia কিনিলাম। কলেজে গেলাম। একটা ছোঁড়া কি অশ্লীল

ব্যবহার করিয়াছে, তজ্জন্য তার পিতা আহূত হইয়া উমেশবাবু ও উমাপদবাবুর সহিত কথা কহিতেছিলেন। উমাপদবাবুকে বলিলেন "আপনি principal এর কাছে মিথ্যা কথা বলিবেন না।" কি অভদ্র লোকটা! হেরম্ববাবুর বাসায় গিয়া দেখা পাইলাম না। বাসায় জল খাইয়া আবার বাহির হইলাম। বরাবর H. বাবুর বাসায় ছিলাম। পণ্ডিত ও তৎপরে চণ্ডীবাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা হইল। চণ্ডীবাবু বলিলেন কাহারও individual libertyতে হাত দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু তিনি হেরম্ববাবুর নিকট good home দেখিতে চান। পণ্ডিত বলিলেন তিনি বয়স (girl's) minimum 20 করিয়াছেন। H. বাবু is *the* young man he respects. H.এর মত লোক যদি educated girl বিবাহ না করিবেন, তবে কি Entrance পাশওয়ালা ধরিয়া তাহাদের সহিত বিবাহ দিব না কি? পণ্ডিত বলিলেন "কুসুম যখন Bethune স্কুলে পড়িত তখন বড় বুদ্ধি সুদ্ধি ছিল না।" H. "I shall take precious good care to ascertain that." "আমি intellectual accomplishmentএ তত value দেই না; আমি heart দেখিতে চাই; loving wife হইবে কি না, household duties করিতে পারিবে কি না and আমাকে please করিতে খুব চেষ্টা করিবে কিনা, &c." গতিকে বোধহয় কুসুমের সঙ্গেই বিবাহ হইবে। March মাস হইতে কাজ আরম্ভ হইবে বোধহয়, কেবল ১০০৲ টাকা। আমি কথা দিয়াছি যে ২ বৎসর এই বেতনে সন্তুষ্ট থাকিব। আমার agreement দিবার কোন ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু গতিকে তাহাই দাঁড়াইল। নসীর post card পাইলাম, লিখিয়াছে তাহার মূর্চ্ছার পীড়া হইয়াছে।

February 7 Friday Magh 26

প্রভু, আমাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ কর। হে সত্যস্বরূপ আমার নিকট প্রকাশিত হও।

কাল রাত্রে মনোরমাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। গলা জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় মা উপস্থিত। তবু মুনু ছাড়ে না। মা বলিলেন (অসন্তোষের সহিত) চিরকাল এমনি থাক। আর একবার দেখিলাম মনোরমা রাঁধুনী, ঘটীর জলে হাত ধুইতেছেন। আমি বুঝি কি লিখিতেছিলাম। মুখ তুলিয়া দেখিতেছিলাম।...১০০৲ টাকায় ২ বৎসর সন্তুষ্ট থাকিব বলায় স্বাধীনতা হারাইয়া

মনটা কেমন করিতেছে, যদিও আমার তৎপূর্ব্বে কাজ ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। স্বাধীনতাটা এমনই জিনিস।

২৭শে লিখিত।

সুরেশের জন্য Marmionএর notesএ দাগ দিলাম। পরেশ, প্রমথ ও দাদাকে পত্র লিখিলাম। তারপর Light of Asia এবং নসীর জন্য সংস্কৃত Key লইয়া বাহির হইলাম। কলেজ গিয়া হেমের বাসায় জল খাইয়া দেবেনের বাসায় গেলাম, এবং পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সরোজিনীর exercise আনিলাম। তারপর বনোয়ারীর বাসায় গিয়া খুব জল খাইলাম। ৩নং বীডন স্কোয়ারে পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি আনিলাম। আবার হেমের বাসায় আসিয়া গান শুনিলাম ও করিলাম। বন্ধুর সঙ্গে উপাসনা বিষয়ে এবং সস্ত্রীক সাধন বিষয়ে অনেক কথা হইল। বন্ধুর স্ত্রীর জন্য সোজা সোজা বই বাছা হইল। নীলমণিবাবু আসিবার পরে চলিয়া আসিলাম। বন্ধুদের বাসা হইতে আসিবার সময় রাখালের অনেক গুণ শুনা গেল। বৈকালে হেমের নিকট শুনিলাম যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম (S. B. Samaj) প্রচারক Executive Committeeর অধীনে কাজ করিতে নারাজ। তাঁহারা কেহ কেহ সমাজের সাহায্য নেন না। যাঁহারা নেন তাঁহারাও লইবেন না। S. B. Samaj বেদীতে শিবনাথবাবু ভিন্ন অপর প্রচারককে পাকে প্রকারে উপাসনা করিতে দেওয়া হয় না, ইহাও শুনিলাম। হেরম্ববাবুকে বলিব না কি যে আমি যে ১০০৲ টাকায় দুবৎসর সন্তুষ্ট থাকিব বলিয়াছি, তাহা agreement নয়? যদি থাকি তবে ১০০৲ টাকায় থাকিব। আমি চাকরী ছাড়িয়াও দিতে পারি। তবে inconvenient সময়ে ছাড়িব না, এবং বেশী টাকার লোভে ছাড়িব না।

February 8 | **Saturday** | **Magh 27**

জীবন দাও প্রভু।

প্রাতে পরমহংস রামকৃষ্ণের ১০০ উক্তি পড়িলাম। মেসেঞ্জারের জন্য খাসিয়াদিগের মধ্যে প্রচারকার্য্যের জন্য গৃহনির্ম্মাণার্থ—appeal লিখিলাম। Marmionএর note দাগ দেওয়া হইল।

২৮শে লিখিত।

স্নানাহারের পর বাহির হইলাম। কলেজে গিয়া হেরম্ববাবুর সহিত দেখা হইল। দেবনদের বাসায় গিয়া অবিনাশের love-letter দেখিলাম ও দেবেনকে

Hydrostatics বুঝাইয়া দিলাম। তৎপরে সমাজ অফিসে গিয়া নীলমণিবাবুর খাসিয়া ভাষাতে "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" গীত শুনিলাম। সমাজে বিশেষ কিছু report মিলিল না। পণ্ডিতজী সরোজিনীর exercise দেখিবার জন্য Golden Deeds দিলেন। বনোয়ারীর নিকট গেলাম। সমাজ অফিস বন্ধ থাকায় তাহার স্ত্রীর জন্য কোন বাঙ্গালা বই কেনা হইল না। রাসবেহারীর জন্য second-hand Principia Latina I & IV কেনা গেল। অবুর বাসায় জল খাইয়া আবার সমাজ অফিসে গেলাম। তখনও বন্ধ। বাসায় আসিয়া বন্ধুকে জল খাওয়াইলাম। আবার তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া, তাহার বাঙ্গালা বহির দাম সঙ্গে লইয়া pressএ গেলাম। হেরম্ববাবু ছিলেন। রাত্রি নটার পর পর্য্যন্ত মাঘোৎসবের বৃত্তান্ত লিখিয়া আসিলাম। হেরম্ববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি আমার ১০০৲ টাকায় ২ বৎসর সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মতি কি agreementএর ভাবে বুঝিয়াছেন?" তিনি বলিলেন "না। Authorities জানিতে চান যে তুমি increase না লইয়া a reasonably long period কাজ করিবে কি না; তাহা হইলে তাঁহাদের লোকসান পোষাইয়া যাইবে। Exceptional circumstanceএ তুমি চাকরী ছাড়িয়া দিতেও পার।" বাসায় আসিয়া monstrous birthsএর কথা re-হইল। হরেকৃষ্ণবাবুর পূর্ব্বে তাঁর মা একটী পোরোর ভিতর একটী গোসাপ প্রসব করিয়াছিলেন। জগন্নাথ কাঁসারীর (নদীয়া) একটা বানর ছেলে হইয়াছিল। অনেক দিন বাঁচিয়াছিল। এখন মরিয়া গিয়াছে। আজ ভয়ানক ক্লান্ত হইয়াছিলাম। শশীর পত্র পাইলাম।

February 9 **Sunday** **Magh 28**

২৯শে লিখিত।

প্রাতে পূর্ব্বদিনের ডায়েরী লিখিলাম। সরোজিনীর exercise correct করিলাম। শশীর পত্রের উত্তর দিলাম। দাদাকে বাড়ীতে আমার চাকরীর খবর দিলাম। স্নানাহারের পর pressএ গেলাম। কিছু proof দেখিয়া অবিনাশের বাসায় গেলাম। পেটের অসুখ করিয়াছিল। অবুর বাসায় যাবার আগে শিবনাথবাবুর হাতে সরোজিনীর খাতা ও বই দিলাম। তিনি তাহাকে একসময় প্রশ্নগুলির উত্তর বলিয়া দিতে বলিলেন। সমাজে বন্ধুর জন্য বই কিনিতে গিয়া বড় সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। ৫।৬ যায়গায় বালক বালিকা এবং যুবতীদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং নীতিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বই তখন কেনা

হইল না। আরও কিয়ৎক্ষণ প্রেসে থাকিয়া আবার আসিলাম। আসিবামাত্র শুনিলাম একখানা পত্র আসিয়াছে, চার পয়সা লাগিয়াছে। দেখিলাম মুন্নুর পত্র। সুরেনকে বলিলাম "এতে ১০০০৲ টাকা দিলেও দুঃখ নাই।" তখনই পত্রখানি পড়িতে অবসর পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরেই মেজদাদা আসিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দুএকটা কথা বলিয়া লইয়াই দু তিন কথায় আমার প্রাণের মুন্নুকে পত্রপ্রাপ্তির খবর দিলাম। কিন্তু গেল কিনা সন্দেহের বিষয়। সুরেন মেজদাদাকে আমার চাকরীর খবর দিল। তারপর জল খাইয়া শশীর আইবুড় ভাতের কাপড় চাদর কিনিতে গেলাম। সমাজে গিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। কারণ ক্লান্তি এবং পেটের অসুখ। বাহিরে বিপিনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল "দাদা, খিদিরপুর গিয়াছেন, তাই আসিতে পারিলেন না।" আমি তার হাতে শশীর কাপড় চাদর দিলাম। ট্রামে করিয়া বাসায় আসিয়া তবে আমার মনোরমার পত্রটি পড়িলাম। এত দেরি একবারও হয় নাই। সন্ধ্যার সময় হেরম্ববাবুকে pressএ বলিলাম আমাদের সকলের একটা fixed weare চাই। যাতে আমাদিগকে বিশেষ কারণ ব্যতীত article দিতেই হইবে। নতুবা আমি যে কুঁড়ে, আমার দোষ সারিবে না। তিনি "আমাদের staffএ ৪ জন M. A. একজন D. Sc. ২ জন B. A., এবং সীতানাথবাবু যাঁকে আমি Doctor of Divinity উপাধি দিয়াছি পত্রে?" বলাতে এই কথা হইল। আমাকে হরিলাল বাবু আগামীবারের জন্য একটা প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিতে বলিলেন।

February 10 Monday Magh 29

৩০শে লিখিত

প্রাতে বনোয়ারীর বই কিনিতে বাহির হইলাম। "সঞ্জীবনী"র কার্য্যালয়ে "বুদ্ধদেব চরিত" পাইলাম না। হেমের বাসায় শশীর ও সুশীলাকে লিখিত মনোরমার পত্র দিয়া আসিলাম। অধরবাবুর বাসায় গেলাম। আমার "চিঠিপত্র" ছাপা হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার কথা হইল। প্রথমে গুরুদাসের দোকানে বুদ্ধদেবচরিত পরে সমাজে কতকগুলি বই কিনিলাম। ইতিমধ্যে শিবনাথবাবু আমাকে Brahmo সমাজ columnএর ভার দিলেন এবং কিরূপে তাহা interesting করিতে হইবে তাহা বলিলেন ও বলিয়া দিবেন। তদ্ভিন্ন মহালনাবীশ মহাশয়ের বাটীতে সুবোধবাবু কর্ত্তৃক আহুত হইয়া গিয়া চা, রুটি, রসগোল্লা ও সন্দেশ খাইলাম। তিনি আমার প্রশংসা করিলেন। বলিলেন

সোনায় সোহাগা ; লেখাপড়া ও ধর্ম্মভাব দুইই আছে। আমি মনে করিতে লাগিলাম, আমি এ প্রশংসার উপযুক্ত নই। শিবনাথবাবুর কাছে দাঁড়াইতে যেন গা কাঁপিতে ছিল। বনোয়ারীর সহিত দেখা হইল ; partingএর সময় তাহাকে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তাতে early consummation of marriageএর বিরুদ্ধে বলিতে অনুরোধ করিলাম। বিপিনের জন্য নীলরতনবাবুর নিকট একখানা Zoologyর বই চাহিয়া দিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় পারিলাম না। স্নানাহারেব পর মনোরমার পত্রের, বড়বৌয়ের পত্রের, ও দাদার পত্রের (received this day) উত্তর দিলাম। সুরেনকে কিছু Xenophon বুঝাইয়া দিয়া জল খাইয়া আলিপুর গেলাম। মেজদাদার সঙ্গে দেখা করিলাম। Zooর ভিতরে রামব্রহ্মবাবুর বাসায় Nature Societyর দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। বিষয় "The cat—an introduction to Natural History." বক্তা বাবু নীলরতন সরকার। Dissection সহ। Lecture বড়ই interesting এবং instructive হইয়াছিল। Visitors দুজন। কালীশঙ্করবাবু এবং আর একজন—যাঁহাকে লইয়া একটুকু গোলযোগ হইয়াছিল। ১১টার সময় কার্য্য শেষ হয়। যদুবাবুর গাড়ীতে ১২টার পর আসিয়া হেরম্ববাবুর বাসায় শয়ন করিলাম। আমাদের মধ্যে কথা হইল যে আমাদিগকে খুব পড়িয়া অপর বক্তাদের কিছু উপকার করিতে হইবে। নতুবা Selfish Conduct হইবে।

February 11 — Tuesday — Magh 30

১লা ফাল্গুন লিখিত

প্রাতে হেরম্ববাবুর বাসা হইতে আসিলাম। কতক্ষণ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় শুইয়া ছিলাম, এইটুকু মনে পড়িতেছে ; কি করিয়াছিলাম মনে নাই। স্মৃতি শক্তি বড়ই খারাপ হইয়াছে। স্নানাহারের পর দুটী Second Year Studentকে পড়া বলিয়া দিবার জন্য City Collegeএ গেলাম। ১॥০ ঘণ্টা আন্দাজ বকিয়াছিলাম। Sayce's Principles of Comparative philosophy, Macmillan's Marmion and Selby's Bacon's Essays লইয়া, Light of Asia এবং Winter's Tale ফিরিয়া দিয়া বাসায় আসিলাম। কলেজ হইতে আসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলাম। Nature Societyতে রাত্রি জাগরণের দরুণ এই ঘুমের বাড়াবাড়ি। জল খাইয়া অধরবাবুর বাসায় গেলাম। "চিঠিপত্র" ধর্ম্মবন্ধুতে দিব না মনে করিতেছিলাম। সঙ্কোচের কারণ এই যে

পত্রখানাতে অনেকটা আমার হৃদয় খুলিয়া দিয়াছি ; তদ্ভিন্ন প্রধান কারণ এই যে যেরূপ মানবপ্রেমের জন্ত আকাঙ্ক্ষা দেখাইয়াছি তাহা আমার নাই। এসকল এবং অপরাপর কথা অধরবাবুকে বলিলাম। তিনি আমাকে একটী Life লিখিতে বলিলেন, ফাল্গুন মাসের ধর্ম্মবন্ধুর জন্য। হেরম্ববাবুর বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল না। পণ্ডিতমহাশয় চুরুট খান শুনিলাম। উনিই বড় লাফাইয়া বেড়ান। "কবিগাথা" নামক পুস্তকের একখানা অর্থপুস্তকে শিবনাথ-বাবুকে আক্রমণ করিয়াছে। লোকটা পাগল নাকি ? অধরবাবুর বাসা হইতে হেরম্ববাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার দেখা পাইলাম না। বাসায় আসিয়া Emerson's Heroism এবং Baconএর দুএকটি Essay পড়িলাম। পূর্ব্ব হইতেই The Hero and the player বিষয়ে Messengerএ প্রবন্ধ লিখিব ঠিক করিয়াছিলাম। ঘুম। খাইয়া আবার নিদ্রা গেলাম।

—০—

১লা ফাল্গুন। অনেকদিন হইতেই আমি ঠিকমতো উপাসনা করিতেছি না। প্রথমটা এইভাবে এরূপ করিয়াছিলাম যে প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত প্রার্থনাদি করিবনা। কিন্তু দেখিতেছি এখন গোপনীয় স্থান না পাওয়ায় এখন উপাসনাদি হইতেছে না। আমি যে এত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিছু কিছু লিখিতেছি, কেন ? প্রভুর সেবায় ত নয় ? প্রভু কৃপা কর। টাকার লোভ ত আমার যায় নাই।

—০—

February 12 **Wednesday** **Falgoon 1**

প্রাতঃকাল অবধি স্নানাহারের কিয়ৎক্ষণ পর পর্য্যন্ত Messengerএর জন্য The Hero and the player নামক প্রবন্ধ লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। তৎপরে ৩০শে মাঘের ডায়েরী লিখিলাম। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় শেষভাগটি অন্তকার চিন্তা। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে মনোরমা বড় শীর্ণ হইয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিতেছে, মা যেন তাহার প্রতি কি কর্কশ ব্যবহার করিয়াছেন।।

আজ Vacation গুলির সময় ছদ্মবেশে প্রচার করিবার ইচ্ছা হইতেছে। কি বহি লিখিয়া টাকা করিব ভাবিতেছি। Notes অথবা selections। মনে হয় যদি পারি মাসে মাসে এক একখানি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তিকা বাহির করিব। ৮ পৃষ্ঠা করিয়া, দাম ১ কি ২ পয়সা, ইহা রোজগোরের জন্ম নয়।

২রা লিখিত

Baconএর দুতিনটি essay পড়িলাম। জল খাইয়া হেরম্ববাবুর বাসায়

গেলাম। তাঁহার নিকট প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া অধরবাবুর বাসায় গেলাম। সেখানে ব্রজবাবুর সহিত দেখা হওয়ায় তাঁহার হাতে মেসেঞ্জারের article ও ব্রাহ্মসমাজের একটি para দিলাম। তথা হইতে আসিয়া দেখিলাম, যাদববাবু Emerson পড়িতেছেন। তাঁর জন্য হেরম্ববাবুর নিকট ভাল edition আনিয়া দিব বলিলাম।

February 13 Thursday Falgoon 2

প্রাতে উপাসনা করিয়া উমাপদবাবুর নিকট কুমারী নাইটিঙ্গেলের জীবন-চরিত এবং সুবোধবাবুর নিকট Mr. Boseএর addressএর report আনিতে বাহির হইলাম। উমাপদবাবু বলিলেন সে বই হারাইয়া গিয়াছে। সুবোধবাবুর বাড়ীতে চা খাইলাম। পরে তাঁহার অধ্যয়ন গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহটী বেশ ত সাদাসিদা ভাবে সুসজ্জিত। তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। তিনি বলিলেন "আপনার সহিত ভাল করিয়া আলাপ হয় নাই। তাহা আমারই ক্রটিবশতঃ।" Zoology পাঠাদি বিষয়ে কথা হইল। পরে তিনি তাঁহার দুটী photo–album ও একটি scrap-album দেখাইলেন। শেষেরটিতে নানাপ্রকার দার্জিলিঙ্গের fern প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজান রহিয়াছে। তাহার বিবাহকালীন ফুলের মালাটী রহিয়াছে। photo-album এ Carlyle, Darwin, Tyndal Holmes, Tennryson প্রভৃতির photo রহিয়াছে, তাঁহার পত্নীরও photo রহিয়াছে। আসিবার সময় তিনি তাঁহার রচিত "হিমানী" উপহার দিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। অধরবাবুর সহিত দেখা করিলাম। Catherine Douglasএর বীরত্বের গল্পটী দিব বলিলাম। হেমেন্দ্রর নিকট ধর্ম্মবন্ধুতে সমালোচনার্থ-প্রেরিত "আদর্শ নরনারী" আনিলাম। বাসায় আসিয়া নসীর দাদার, মন্নুর পত্র পাইলাম। দাদা আমাকে বাড়ীর দুরবস্থা লিখিয়া বিশেষভাবে save করিতে লিখিয়াছেন। চিন্তিত হইলাম। টাকার সংস্থানের নানা উপায় ভাবিতে লাগিলাম। মন্নুর পত্র পড়িয়া বোধ হইল এখনও আমার ফুলটী সজীবভাব পায় নাই। পত্রগুলির উত্তর দিলাম। সুবোধবাবুর নিকটপ্রাপ্ত নগেন্দ্রবাবুর ছাত্র সমাজের opening addressটির সারমর্ম্ম rewrite করিলাম।

ভগ্না লিখিত

নগেন্দ্রবাবুর address তাঁহাকে হেম দেখাইতে তিনি বড় incomplete বলিয়াছেন। হেমেন্দ্রকে তাঁহার নিকট notes লইয়া complete করিয়া প্রেসে

দিতে বলিয়াছি। অধরবাবুর দরজা খোলা ছিল। শশধর ঘুমাইতেছিল, এমন সময় কে তাঁহার দুখানা আলোয়ান চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। হেমেন্দ্রর নিকট শুনিলাম নগেন্দ্রবাবুকে কেহ নিমন্ত্রণ করিলে তিনি বলেন "অনুতাপ করালে দেখছি"। Hemendraর নিকট হইতে সুরেনের Maxmuller Science of language এবং animal magnetism আনিয়া দিলাম। একটুকু Bacon's Essay পড়িলাম।

মুনুকে আনিব, একথা দাদাকেও লিখিব।

February 14 Friday Falgoon 3

কালরাত্রে মায়ের মৃত্যু বিষয়ক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ঘুম হয় নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্নানের সময় পর্য্যন্ত কেবল পৃষ্ঠা কয়েক Baoon's Essays পড়িলাম। শরীর ও মনের বড়ই নির্জীব ভাব হইয়াছে। হয়ত প্রস্রাবের পীড়াই ইহার কারণ। চিকিৎসা করাইতে হইবে। নীলরতনবাবুর নিকট বই চাইতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিপিনকে পত্র দিলাম।

৪টা লিখিত

কলেজে গিয়া হেরম্ববাবুর সহিত তাঁহার বাসায় গিয়া ৪টা পর্য্যন্ত English papers পড়িয়া sayce দুখণ্ড ও January মাসের Nineteenth Cantury লইয়া আসিয়া। জল খাইয়া আবার বাহির হইলাম। হেমেন্দ্রর বাসায় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে income-tax, সমাজের দরুন tax প্রভৃতি কলিকাতায় সপরিবারে থাকার খরচ ৭০, টাকা শুনিয়া অবধি বড়ই চিন্তা হইল। কি করি। বাড়ীতে ৫০, টাকা ত দিতেই হইবে। মনোরমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যও করিতে হইবে। অধরবাবুর বাসায় গিয়া প্রাণকৃষ্ণবাবুর সহিত দেখা হইল। তাঁহার নিকট aesophagus এর কলাকৌশল বুঝিয়া লইলাম। কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য হেরম্ববাবুর পরামর্শ লইতে আসিলাম। কিন্তু কোন কথা হইল না। গয়ার চন্দ্রবাবু তাঁহার ইস্কুলের জন্য চাঁদা তুলিবার কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। বাসায় আসিয়াও ঐ চিন্তা। একবার মনে হইল সুরেনদের সঙ্গে একত্রে ২টা কুঠরী লইয়া থাকিব। কিন্তু আমি আমার নিজের idea মত home চাই। সুতরাং তাহা হইবে না। কিছুদিনের জন্য মুনুকে না আনিবার চিন্তাও হইয়াছিল। কিন্তু সে জীবন ঠিক নয়। কোন কাগজের Calcutta

correspondent হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছিনা কেন?

এই দিন বাঁকুড়ায় উৎসবে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া বারাণসীবাবুর পত্র পাইলাম।

February 15 **Saturday** **Falgoon 4**

২০ই লিখিত

প্রাতে মান্দ্রাজের "হিন্দু" নামক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদককে paid contributor হইবার জন্য পত্র লিখিলাম এবং মেসেঞ্জারে লিখিত আমার ৪টী প্রবন্ধ পাঠাইলাম। মনোরমাকে সঞ্জীবনীর সহিত 'হিমানী" পাঠাইলাম। স্নানাহারের পর সরোজিনীর পড়া বলিয়া দিতে গেলাম। পথে শিবনাথবাবু আমার হাতে একটী article দিলেন। সেটী প্রেসে দিয়া ১৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে গেলাম। সরোজিনীকে বেশ লজ্জাশীলা ও পবিত্রহৃদয়ের বালিকা বলিয়া বোধ হইল। আমাকে মুখ ফুটিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। আমিও কেমন nervous হইয়া পড়িয়াছিলাম। অপরিচিত কিনা। আমিও ভারি লজ্জাশীলা (?)। ভাল পড়ান হয় নাই, তাহা পণ্ডিতকে বলিলাম। তারপর হেমের বাসায় আসিয়া তাদের সঙ্গে একবাসায় থাকা স্থির করিয়া জল খাইয়া প্রেসে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত proof দেখিয়া বাসায় আসিলাম। রাত্রে January মাসের Nineteenth Centuryতে Huxley সাহেবের Natural inequalify of men নামক প্রবন্ধ পড়িলাম।

হেমেন্দ্রর মুখে নগেন্দ্রবাবুর গ্রাসাচ্ছদনের কষ্ট শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমরা কেন দারিদ্র্যতার জন্য দুঃখ করি। নগেন্দ্রবাবুর পরিবার পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। আরও কত কি কষ্ট। তথাপি তাঁহার স্ত্রী বলেন যে নামের গুণে কোন কষ্টই গায়ে লাগে না।

হেমেন্দ্রকে বলিলাম আমার প্রেম নাই। বাস্তবিকই কি সেরূপ অনুভব করি? সন্ধ্যার পর আসিতে আসিতে শশীবাবু প্রচারকের সহিত দেখা হইল। আমি যেরূপভাবে তাঁহাকে "এই প্রেস হইতে আসিতেছি" বলিলাম, তাহাতে আমার হৃদয়ে vanityর ভাব ছিল। হেমেন্দ্রর সঙ্গে একত্র থাকা স্থির করিয়া প্রেসে আসিয়া মনটা কেমন ফাঁক ফাঁক লাগিতেছিল কেন জানি না।

February 16 Sunday Falgoon 5

স্নানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুরেনের জন্য Macmillanএর Paradise Lostএর introductionএ দাগ দিই, এবং Nineteenth Centuryর Spencerএর absolute polittical ethics, এবং আরেকটী প্রবন্ধ পড়ি। বনোয়ারী আমাকে আগ্রহের সহিত উৎসব উপলক্ষে বাঁকুড়া যাইতে লিখিয়াছে। বড় সুখের বিষয়। বন্ধু কি ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে নাকি? আমি কেন বাঁকুড়া যাইতেছি না। ১। টাকার অভাব। ২। ভীরুতা; কারণ সেখানে গিয়া আবার পৈতা পরিব কি? ৩। উৎসবে গিয়া যোগ দিলে মায়ের কষ্ট হইবে। ৪। ভীরুতা ও চক্ষুলজ্জাবশতঃ যদি আমি সেখানে গিয়াও মনোরমাকে সমাজে লইয়া যাইতে না পারি তাহা বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। কলেজের পোশাক তৈয়ার করিবার জন্য কাহার নিকট টাকা লইব ভাবিতেছি।

৬ই লিখিত

স্নানাহারের পর ১৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে গিয়া সরোজিনীকে পড়া বলিয়া দি, এবং ৪৷৷৹ পর্য্যন্ত প্রেসে কাজ করি। হীরালাল বাবুর সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। বাসায় আসিয়া জল খাইয়া সমাজ যাই। সমাজে উপাসনায় মন বসে নাই, বাঁকুড়ার উৎসবে যাইবার কথা ভাবিতেছিলাম। মনে মনে আর সমস্ত বাধাই অতিক্রম করিয়াছিলাম; কিন্তু মনে হইল মা'র জ্বর হইয়াছে। উৎসবে যোগ দিয়া তাঁহার মনঃপীড়া বাড়াইব না। শিবনাথবাবুর Sermonএর note লইলাম। সরোজিনীর question করিয়া দিবার জন্য তাহার বই আনিলাম। বাসায় আসিয়া Messenger পড়িলাম।

শরীর বড় ক্লান্ত হয়, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যেন কথা বাহির হয় না। Urine examine করাইতে হইবে। কাল উপাসনাতে যাইবার সময় মনে হইতেছিল যদি diabetes এ অকালমৃত্যু হয়, তবে মুক্তির কি হবে? অতএব স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। উপাসনার সময় বড় ক্লান্ত ছিলাম। মৃত্যু ভয় মনে হয়; কিন্তু শীঘ্রই তাহা অতিক্রম করিয়া ফেলি।

February 17 Monday Falgoon 6

আজ প্রত্যুষ. ৫টার সময় উঠিয়া বাহিরে যাইবামাত্র এমন স্নিগ্ধকর বাতাস গায়ে লাগিল যে তাহা আর কি বলিব। আকাশের শোভা, গ্যাসালোকে আধ আলো, আধ আঁধার গাছগুলির শোভা দেখে কে? বেড়াইয়া মন পবিত্র

ও উন্নত হইল। পরমেশ্বরের নাম করিয়াছিলাম। কালরাত্রে স্বপ্নে যেন অবিনাশের সঙ্গে বেড়াইতেছি। সম্মুখে যেন স্বচ্ছ সুনীল শুশুনিয়া পাহাড় হরিদ্বর্ণ বনরাজিতে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বলিতেছি এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম। (কোন প্রবন্ধ তাহা ঠিক মনে নাই)। প্রাতে সুস্বপ্ন ও ঈশ্বর প্রেরিত করুণার দান মনে করিয়া বড় সুখ হইতেছিল। সরোজিনীর জন্য "প্রশ্ন" করিলাম। নসীর একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম ; আবার ২বার fit হইয়াছে।

৭ই লিখিত

স্নানাহারের পর questions লইয়া কলেজে গিয়া ২ জনকে Helps' Essays বুঝাইয়া দিই। পণ্ডিতমহাশয়ের হাতে question ও শিবনাথবাবুর জন্য 19th century দিই। বাসায় আসিয়া একটুকু Bacon's Essays পড়ি। জল খাইয়া হেরম্ববাবুর সঙ্গে যদুবাবুর কাছে যাই। তথায় Tea & bread & butter সেবন। অনেকগুলি photograph দেখিলাম। Maxmuller—Pamell, Huxley, Iyndal, Glad stone, Puskin, Knight হেরম্ববাবুকে মুন্নুকে আনা সম্বন্ধে difficulty বলিলাম। (College পণ্ডিতজী সুশীলার কৃপনতার কথাটা মনে পড়াইয়া দেওয়ায় মনটা চটিয়া গিয়াছে।) Heramba বাবুও নিজের বিবাহ সম্বন্ধে difficulty বলিলেন। নিজে পড়াইতেও পারেন না পাছে কিছু আশা দেওয়া হয়। অবুর সঙ্গে একত্র থাকার কথা হইতেছিল।

February 18 Tuesday Falgoon 7

প্রাতঃকাল হইতে প্রায় বৈকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মবন্ধুর জন্য বিবিধ ও সাময়িক প্রসঙ্গ ইত্যাদি লিখিলাম। মুন্নুর পত্রপ্রাপ্তি ও উত্তর দান। শরৎবাবুর (of Bhowanipur) সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহাকে শুক্রবারে Dryden ও Goldsmith's Good natured man দিতে হইবে।

৮ই লিখিত

বৈকালে পথে যাইতে যাইতে বিপিনচন্দ্র পালের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শরীর সমাধিস্থানে লইয়া যাইতে দেখিলাম, অধরবাবুকে "copy" দিলাম। হেরম্ববাবুর বিবাহ লইয়া পণ্ডিতজীর সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক হইল! তিনি বলিলেন "তোমার Marriage এর ideal ভারি low." যেন তিনি অন্তর্যামী। হেরম্ববাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার পিতার সহিত কথোপকথন। অবু সঙ্গে

ছিলেন। আসিবার সময় H. বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। অধরবাবুর বাসায় সরোজিনীর লিখিত প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। রাত্রে তাহার কতক কতক সংশোধন করিয়া দিলাম।

February 9 Wednesday Falgoon 8

প্রাতে সরোজিনীর উত্তর সংশোধন করিয়া গত রবিবারে শিবনাথবাবুর উপদেশের সারমর্ম্ম লিখিলাম।

৯ই লিখিত

কলেজে গিয়া আশুবাবুকে Good natured man আনিয়া দিতে বলিলাম। ১৩ নং এ গিয়া সরোজিনীর খাতা ফিরিয়া দিলাম। শিবনাথবাবুর Sermonএর গোড়ার দুটী সংস্কৃত শ্লোক আনিলাম। কলেজে আসিয়া দুটী ছাত্রকে পড়া বলিয়া দিলাম। জল খাইয়া সোজাসোজি অধরবাবুর বাসায় গেলাম। বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। রাত্রে বাসায় আসিয়া একটুকু Messenger পড়িলাম।

—০—

অধরবাবুকে Examplary Women আনাইয়া রাখিতে বলিলাম।

February 20 Thursday Falgoon 9

প্রাতে শিবনাথবাবুর উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ করিলাম। মনোরমার পত্র পাইলাম। স্নানাহারের পর তাহার উত্তর লিখিলাম।

১০ই লিখিত

(এইদিনের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত মনে পড়িতেছে না, মাঝে একদিন মাত্র যাওয়ায় এমন হইয়াছে। স্মৃতিশক্তি কি দুর্ব্বল হইয়াছে।)

কলেজে গিয়া Sermonটী হেরম্ববাবুর হাতে দিলাম। Hemendraর বাসায় গিয়া তাহাকে শরৎ বাবুকে Dryden দিতে পত্র দিয়া, তদনন্তর অধরবাবুর বাসায় গিয়া শশধরের নিকট সরোজিনীর খাতা পাই। রাত্রে কতক Correct করিয়া রাখি।

February 21 Friday Falgoon 10

১১ই লিখিত

প্রাতে Messengerএর একটী letterএর মর্ম্ম লিখিয়া এবং সরোজিনীর খাতা correct করা শেষ করিয়া Golden deed, Good natured man, খাতা ও

সেই লেখাটী লইয়া বাহির হইলাম। হেরম্ববাবুর দেখা পাইলাম না। সরোজিনীর খাতা ও Messengerএর লেখা অধরবাবুর বাসায় পণ্ডিতজীর হাতে দিলাম। Good natured man Presidency Collegeএর দরওয়ানের নিকট দিলাম। স্নানাহারের পর কলেজে গিয়া হেরম্ববাবুর সহিত দেখা হইল। অবিনাশের হাতে মনোরমার জন্য কাগজ ও টাকা দিতেও বাহির হইয়াছিলাম। সেখানে গিয়া অবিনাশকে দিলাম। কিছুক্ষণ থাকিয়া দেবেনের কাছে দুই আনার একটী ক্ষীরমোহন ও এক আনার একটি Lady Canning খাইলাম। বাসায় আসিয়াও কিছু কম করিয়া জল খাইলাম। কিন্তু মুখে জল উঠিতে লাগিল। রাত্রে অতি কম ভাত খাইলাম। সন্ধ্যার সময় Sermonএর proof পাইলাম, রাত্রেই proof correct করিয়া রাখিলাম।

February 22 **Saturday** **Falgoon 11**

প্রাতে উপাসনা করিয়া Golden deeds এবং proof লইয়া বাহির হইলাম। সঞ্জীবনী কিনিলাম। প্রেসে proof দিয়া আসিলাম। অবিনাশের বাসায় তাহার ও হেমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অধরবাবুকে সঞ্জীবনী হইতে Rose Gertrudeএর বৃত্তান্ত ধর্ম্মবন্ধুতে উদ্ধৃত করিয়া দিতে বলিব মনে করিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহার দেখা পাইলাম না। হেমেন্দ্রর বাসায় আসিয়া অবুর হাতে উক্ত মর্ম্মে এক পত্র দিলাম, ও মুন্নুর জন্য সঞ্জীবনী দিলাম। অধরবাবুর বাসায় পত্র ব্যতীত Golden deedsও দিতেছিলাম। হেরম্ববাবুর বাসায় গিয়া লিখিয়া আসিলাম আমার Summer Suit হয় নাই, অতএব আপনি পড়াইবেন। বাসায় আসিয়া দেখিলাম দাদার পত্র আসিয়াছে। তিনি এখনও মুন্নুকে আনিবার কথা মাকে বলেন নাই। আলিপুরে আসিতে চান। আমার মত নাই, কারণ দিয়া লিখিব। মেজদাদাকে পত্র দিলাম। কিন্তু তিনি বিলম্বে লেখা দেখায় তাঁহার requestএ আমাকে না খাইয়াই তাড়াতাড়ি কলেজ যাইতে হয়। ১২টার সময় ভাত খাইলাম। পরে routine দেখিতে কলেজ গেলাম। কলেজে কোন কাজই নাই। সব ইস্কুলে। আমি চটিয়াছি। অধরবাবুর বাসায় গেলাম। যখন ফিরিয়া আসি তখন বড় মাথা ধরিয়াছিল। আজ পূর্ব্ব দুইদিনের Diary লেখা হয় নাই দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অনেক কষ্টে associationএর জোরে পূর্ব্ব দুইদিনের কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিখিলাম। Memory বড়ই খারাপ হইয়াছে। কলেজে গিয়া

Editorial noteএর জন্য H. কে কিছু কাগজ দাগ দিয়া দিলাম। অধরবাবুকে বলিয়াছি, বাসাতেও বলিলাম যে কাল অবধি আর এত ঘুরিয়া বেড়াইব না।

February 23 Sunday Falgoon 12

প্রাতে উপাসনা। "অবিশ্বাস, অহঙ্কার এবং অপবিত্রতা দূর হউক" এই প্রার্থনা করি।

দাদাকে কি কি কারণে আলিপুরে থাকিতে পারি না, তাহা লিখিলাম। তাহার সঙ্গে বড়বৌকেও পত্র দিলাম। দাদাকে লিখিলাম যে তিনি আসিবার সময় temporarily আলিপুরে মুন্নুকে আনিতে পারেন। Messengerএর Selection পাঠ। এইরূপ একটা প্রবন্ধ বৈশাখের ধর্ম্মবন্ধুতে লিখিব, Bacon's Essays পাঠ।

স্নানাহারের পর প্রেসে গেলাম। ২টার মধ্যে হীরালাল বাবু ও আমি ছাপিতে অর্ডার দিলাম, দেবেনের সঙ্গে দেখা করিলাম। অবু বাড়ি গিয়াছে। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। প্রেস হইতে আমাদের Nature Societyর Contemporary Review এবং Messengerএর Christian College Magazine আনিলাম। Bengali পড়িলাম।

চৈত্রমাসের ধর্ম্মবন্ধুতে পার্সিদের ধর্ম্মের বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। Messenger হইতে সংগ্রহ করিব।

১০ই লিখিত

জল খাইয়া সমাজ অভিমুখে বাহির হইলাম। তথায় গিয়া Messenger পাঠ। Sermonএর note লইবার জন্য কাগজ কিনিলাম। Sermonএর নোট লইলাম। শেষের সঙ্গীতের সময় বেশ ভাল লাগিতেছিল। উপাসনার সময় একটী অমূল্যভাব পাইলাম। "Browning একটী অপরিচিতা বালিকার Exercise শুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হই। পরমেশ্বর, কত কোটী কোটী অবোধ, পাপী। নরনারী, বালিকা, শিশুর সাহায্য করিতেছেন, কত নিরাশহৃদয়ে আশা দিতেছেন, তিনি কত মহান্ কত Condescending, তাঁহার কি শিষ্টাচার"! (ভাবটি মনোরমাকে লিখিব।) উপাসনার শেষে শিবনাথবাবু আমাকে অদ্যকার Sermonএর তিনটী principle ভাব ইংরাজীতে বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে গতবারের report বেশ হইয়াছিল। হেরম্ববাবুকে বলিলাম "আমাকে College ক্লাসে কিছু পড়াইতে দিলে

ভাল হয়।" তিনি উমেশবাবুকে বলিবেন বলিলেন। কাশি সমাজ গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে বাসায় আসিলাম।

February 24 **Monday** **Falgoon 13**

প্রাতে উপাসনা। শিবনাথবাবুর উপদেশের মর্ম্ম ইংরাজীতে লিখিলাম। স্নানাহারের পরও ১টা পর্য্যন্ত তাহাই করিলাম। Report শেষ হইলে Collegeএ routineএর খবর লইতে গেলাম। routine ঠিক হয় নাই। কিন্তু কাল ১০॥০ সময় যাইতে হইবে। ভগবদ্গীতার ২টী শ্লোকের জন্য শিবনাথবাবুর নিকট যাইতেছিলাম, কিন্তু রৌদ্রের সময় গেলে কি মনে করিবেন ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া January মাসের Contemporary Reviewএ Stopford Brookeএর লিখিত Robert Browning নামক প্রবন্ধ পড়িয়া বড় প্রীত হইলাম। দেখিলাম আমার একটী চিন্তা Browning এর সঙ্গে মিলে। St. Brooke সেটী এরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—"It is one of Br.'s root ideas that peace is not gained by Self-control, but by letting loose passion on noble things. Not in restraint, but in the conscious impetuonsity of the soul to the highest, is the wisdom of life." Browning সম্বন্ধে ধর্ম্মবন্ধুতে একটী প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

১৪ই লিখিত

জল খাইয়া বাহির হইলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে শিবনাথবাবুর Sermon দিলাম। শিবনাথবাবু ভগবদ্গীতার দুটী শ্লোকের Translation তাহার মধ্যে বসাইয়া দিবেন। অধরবাবুর বাসায় গেলাম। পেটের অসুখ করায় সেখানে এবং হেমেন্দ্রর বাসায় পায়খানা যাই। অনেকক্ষণ পরে বাসায় আসিয়া রাত্রে কিছুই খাই নাই। অধরবাবু বোধহয় কাল (১৫ই) proof correct করাইতে আমার নিকট আসিবেন।

February 25 **Tuesday** **Falgoon 14**

প্রাতে উপাসনা। Christial College Magazineএর একটী প্রবন্ধ পাঠ। চাঁদনীতে আমার Silk প্যারামিটারের কোট আনিলাম। দাম ৮॥০ উপর রহিল। আসিয়া মুন্নুর পত্র ও তার ভিতর বড়বৌয়ের পত্র পাইলাম। স্নানাহারের পর কলেজ গেলাম। সেখানে Kant কেমন ভাবে দিন কাটাইতেন

পড়িলাম। আসিয়া কেদারবাবুর পত্র পাইলাম। কল্য উৎসব (বাঁকুড়া), যাইতে লিখিয়াছেন। মনোরমার, বড় বৌয়ের ও কেদারবাবুর পত্রের উত্তর দিলাম।

১৫ই লিখিত

জল খাইয়া মনোরমার, বড় বৌয়ের ও কেদারবাবুর পত্র ডাকঘরে দিলাম। ট্রামে অধরবাবুর বাসায় গিয়া ৮৷৷০ পর্য্যন্ত proof দেখিলাম। মধ্যে পণ্ডিত-মহাশয়ের মুখে শুনিলাম সরোজিনী ইংরাজীর উত্তর ভাষা লিখিয়াছে।

—০—

বড় বৌ ও মনোরমাকে লিখিলাম যে যদি সকালেই বাড়ী ছাড়া হন, তাহা হইলে মুন্নুকে তথায় থাকিতে হইবে।
রাত্রে বাসায় আসিয়া দেখিলাম মহী আসিয়াছে। মেজদাদার পত্র আসিয়াছে; লিখিয়াছেন আমাকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া মেজবৌকে আনিতে হইবে।

—০—

অধরবাবু আসেন নাই। সুতরাং আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম।

February 26 **Wednesday** **Falgoon 15**

প্রাতঃকালে কিছুই করি নাই। শরীর বড় দুর্ব্বল ছিল। স্নানাহারের পর কলেজ গিয়া সেখানে প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত ছিলাম। আমাকে যে কাজ করিতে হইবে তাহা আমার মনের মত নয়। বাসায় আসিয়া জল খাইলাম। ১দিনের ছুটী চাই, তাহা উমেশবাবুকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

১৬ই লিখিত

অধরবাবুর বাসায় গিয়া prosp দেখিয়া আসিলাম।

February 27 **Thursday** **Falgoon 16**

প্রাতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ভ্রমণ; কতকগুলি ফুল দেখিয়া "হে হরি সুন্দর" প্রভৃতি গান গাইলাম। মনোরমার পত্র পাইলাম। আজ উত্তর দিলাম না। কারণ এত শীঘ্র পত্র যাওয়া আসা হইলে মনোরমাকে আরও আমার নিন্দা এবং বিদ্রূপ সহিতে হইবে। কলেজে পড়ান। আসিয়া অবসন্নভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জল খাইয়া ট্রামযোগে Victoria press এ গিয়া ধর্ম্মবন্ধুর proof দেখিলাম। আমার "চিঠিপত্রে" দুটি ভুল হইয়াছে। "পেষিত"

for "পোষিত", "স্রোত" for "প্রার্থনার স্রোত"। মেজদাদাকে রাণীগঞ্জ যাইব লিখিলাম এবং রাত্রে আসিয়া Messenger এর proof দেখিলাম।

১৯এ লিখিত

এইরাত্রে ২৷৩ টার সময় পেটের পীড়া হওয়ায় পায়খানা যাই।

Feburary 28 | Friday | Falgoon 17

১৯এ লিখিত

পেটের অসুখ, কলেজ যাই নাই। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুও আর্টিকল্ না লেখায় "Our Mission" নামক একটী article Messengerএ লিখি। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার কৃষ্ণবাবুর prescription মতে ঔষধ খাই। যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকের Preface লিখিয়া দিব promise করি।

রাত্রে ভাল ছিলাম।

আজ মনোরমাকে আমার "চিঠিপত্র" পাঠাইলাম। মেজদাদা বৈকালে রাণীগঞ্জ গেলেন, মেজবৌকে আনিতে।

March 1 | Saturday | Falgoon 18

১৯এ লিখিত

সমস্ত দিনটা আলস্যে গেল। কলেজ যাওয়া হয় নাই। বড় দুর্ব্বল। রাত্রে আমার articleএর প্রুফ দেখিলাম। দাদার পত্রে অবগত হইলাম যে মেজবৌকে পাঠান হয় নাই। কারণ তাহারা কোন পত্র পান নাই।

March 2 | Sunday | Falgoon 19

আজ ভাত খাইলাম। দাদার পত্রের উত্তর দিলাম। অনেক কথা, সস্ত্রীক সমাজে যাওয়ার কথা লিখিলাম।

২০এ লিখিত

ট্রামের দ্বারা হেমেন্দ্রর বাসায় গেলাম। সে কিন্তু বর্দ্ধমান গিয়াছিল। তৎপরে অধরবাবুর বাসা। তৎপরে সমাজ। সমাজে বেশীক্ষণ ছিলাম না। "এস হে মনমন্দিরে" গানটী বড় ভাল লাগিয়াছিল। বাসায় আসিলাম—ধর্ম্মবন্ধু লইয়া। সুরেন আমার চিঠিপত্র পড়িয়া খুসী হইল।

অধরবাবুর সহিত বৈশাখমাসের "ধ—"তে কি লিখব, বলিলাম। বাসায় আসিয়া তাহার তালিকা হইল। চৈত্রমাসে "ছায়াময়ী"র সমালোচনা দিতে হইবে।

March 3 | Monday | Falgoon 20

প্রাতে ইস্কুলের পড়া করিলাম। মেসেঞ্জারের কিছু পড়িলাম। কলেজে গমন। তথা হইতে ১টার পর আসিয়া যোগেন্দ্রবাবুর Moral Lessons বহির Preface লিখিলাম। মেসেঞ্জার পড়িলাম এবং কলেজে অধরবাবু শশধরের হাতে "ছায়াময়ী পরিণয়" দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুরেন তাই পড়িয়াই একখানা কিনিয়া আনিয়া দিতে বলিল। সমাজে গিয়া কিনিয়া আনিলাম। অধরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ। পরমহংস শিবনারায়ণের জীবনী পড়িবার জন্য তত্ত্ববোধিনী আনিলাম।

আজ মনোরমাকে নসীর নামে সঞ্জীবনী ও যদুবাবুর পত্রের উত্তর পাঠাইলাম। কলেজে সেবারামের হঠাৎ Heat apoplexyতে মৃত্যুর সংবাদ শুনিলাম। কাল মৃত্যু হইয়াছে।

March 4 | Tuesday | Falgoon 21

২২এ লিখিত

প্রাতঃকালে কলেজের পড়াশুনা করিয়া কলেজ যাই। পড়াইয়া আসিলাম। তত্ত্ববোধিনী পড়িলাম।

দাদার পত্র পাই। বৈকালে যদুবাবু ও শরৎপণ্ডিতের পত্র পাই হেরম্ববাবুর নিকট যাই।

২৮এ লিখিত

অধরবাবুকে তত্ত্ববোধিনী ফিরিয়া দিলাম। তৎপরে সুবোধবাবুর জন্মদিন উপলক্ষে মহলনাবীশ মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা ও জলযোগ করি। একটা ছেলের "দশা" হয়। বাসায় আসিলাম।

March 6 | Thursday | Falgoon 23

২৮এ লিখিত

আজ বাঁকুড়ার অবদাকে Museum দেখাইতে গিয়া কেবল রৌদ্রে বেড়ান সার হইল। Museum বন্ধ ছিল।

March 7 | Friday | Falgoon 24

২৮ এ লিখিত

আজ সগত আলিকে Messengerএর জন্য কিছু notes এবং একটা আর্টিকল্ দিব। মেজদাদাকে পোষ্টকার্ড লিখিলাম যে কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় রবিবারে দেখা করিব। মনোরমার পত্র পাইলাম।...

March 8 Saturday Falgoon 25

২৮এ লিখিত

বৈকালে প্রেসে গিয়াছিলাম। সেবারামের মৃত্যুর সংবাদ প্রেসে দিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া আমার আর্টিক্লের proof দেখিলাম।

March 9 Sunday Falgoon 26

২৮ লিখিত

রবিবার প্রাতে দুই তিনটি note লিখিয়া প্রেসে গেলাম। সেখানে বিশেষ কোন কাজ না থাকায় ৯টার সময় বলিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া সুরেনের জন্য Sylvans Thompsonএর পুস্তকে দুই একটী প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলাম। স্নানাহারের পর আলিপুর গেলাম। ১টার সময় আলিপুর হইতে ছাড়িয়া ২॥০ টার সময় প্রেসে পৌছিলাম। ট্রামে যাতায়াতের সময় ছায়ামরী পড়িয়াছিলাম। ৩টা পর্য্যন্ত প্রেসে থাকিয়া বাসায় আসিলাম। Brahmo Samajএর annual report এ type জোড়া থাকার Messenger বাহির হইতে দেরি হইল।

—০—

আলিপুরে গিয়া সুশীলকে বড় কাহিল দেখিলাম। আমাকে দেখে তারা কত খুসি। *** তাহাদিগকে এক আধ ঘণ্টার পরই ছাড়িয়া আসিতে মনটা কেমন করিতেছিল। মেজবৌয়ের নিকট শুনিলাম মুন্নু আমার একটুকু কাহিল হয়েছে। ভেবে ভেবে; কিসের ভাবনা? বিদ্রূপের জ্বালা নয়ত? Spiritual hunger এও হইতে পারে। মেজদাদাকে Deputy সাহেব বড় বকিয়াছে।

March 10 Monday Falgoon 27

২৮এ লিখিত

প্রাতে উপাসনা করিয়া মন্মথ ও দেবেনের খবর লইলাম। আবার প্রেসে ৯টা পর্য্যন্ত ছিলাম। তাড়াতাড়ি আসিয়া কলেজে ১০ মিনিট late পৌছিলাম। কলেজে পড়াইয়া ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত Sanskrit College এ guard দিলাম। B. A. র গার্ড। বড় ক্লান্তিজনক, তাহাতে আবার বসিবার জায়গা নাই। আমি যখন কাগজ লইতেছি তখনও একজন পণ্ডিত অন্য এক ঘরে ২।৩ জনকে লিখিতে দিতেছিলেন। কলেজে শুনিয়াছিলাম হেরম্ববাবুর পীড়া হইয়াছে; ৫টার পর তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া জল খাইলাম। রাত্রে

Messenger পড়িয়া মনটা বড় খারাপ হইল। তিন যায়গাতেই accademy spelling রহিয়াছে। মন যায় লেখাছাড়া Meenger-এর অপর connection ছাড়িয়া দি। রাত্রে খাবার আগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আধ ঘুমন্ত অবস্থায় কেশববাবু আমায় স্বভাব ভাল, কিন্তু পৈতা কেনাটি অন্যায় হইয়াছে ইত্যাদি বলিতেছিলেন।

March 11 Tuesday Falgoon 28

আজ ভোরে মনটা বড় খারাপ হইয়াছিল। উপাসনা করিতেছি না. কলেজের কাজ ভাল রকম করিতেছি না। নিজের পড়াশুনাও করিতেছি না। ৫।৬ দিন ডায়েরী লিখি নাই। আজ যাহা মনে পড়িল লিখিলাম। রবিবারে নসীর পত্র পাইয়াছি, আজও উত্তর দেওয়া হইল না। এখনই দিব।

২৯এ লিখিত

নসীর পত্রের উত্তর দিলাম। কলেজে পড়ান। সুরেনের পরীক্ষা কাল হইতে হইতেছে। আজ বৈকালে শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। রাত্রে ছায়াময়ী পড়া শেষ করিলাম। ছায়াময়ীর গল্পটী লিখিব মনে করিয়া লেখা হইল না।

আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মন্মথর Mathematics লেখার খবর লইলাম। তাহার পর অধরবাবুর বাসায় অবিনাশের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার গিন্নী গালভরা হাসি লইয়া বরাহনগরে আসিয়াছেন। আ৺াশ দাদাকে "হিমানী"র সমালোচনা আমায় বলিয়া দেখাইয়াছিল। অধরবাবুর বাসায় হেমেন্দ্র ও পণ্ডিতজীর সঙ্গেও দেখা হইল।

March 12 Wednesday Falgoon 29

আজ উঠিতে একটুকু বেলা হইয়াছিল। সকাল সকাল খাইয়া কলেজ গেলাম। ১০।৮ মিনিটের সময় পৌছিয়া Second Classএর Translation দেখিলাম। ২ ঘণ্টা পড়াইলাম। গগনবাবুর সঙ্গে কাগজ লেখার কথা হইল। কলিকাতা গেজেটে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষার খবর বাহির হইয়াছে। রামনাথবাবু (1st) এবং ব্রজদুর্ল্ভ হাজরা বাঁকুড়া জেলায় এই দুই জন হইয়াছে। টিফিনের সময় জল খাইয়া ৫টা পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে Guard দি। আজ অতি অল্প সময় বসিয়াছিলাম। একটী বাবু বসিতে বলিয়াছিলেন; তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল। Guard দিতে দিতে "Sorrow"র কথা ভাবিতে-ছিলাম।

Sorrow Chisel-এর মত। বাসায় আসিয়াও ঐ বিষয়ে এবং সঞ্জীবনীতে কি বিষয়ে লিখিতে পারি ভাবিতেছিলাম Second class Translation দেখিলাম। সুরেন একটুকু physics বলিয়া লইতে দিল; তাহাতে বিরক্তি বোধ হইতেছিল। আমি কি বদ্ লোক। আজ green's Reading key লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। প্রাতে মনোরমা ও বড়বৌয়ের পত্র পাইয়াছি। কাল উত্তর দিব। আজ কেবল প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি। বড় ব্যস্ত।

March 13 Thursday Chaitra 1

৬ই চৈত্র লিখিত

আজ মনোরমার পত্রের উত্তর দিই। সন্ধ্যার পর মেজদাদা হরনাথ অধ্বর্য্যুর সহিত আমার নিকট আসেন। তাঁহাকে কতকগুলি বই কিনিয়া দিতে হইবে, বলিয়া। প্রাতঃকালে সুরেনকে physics বুঝাইয়া দি।

(বিশেষ কিছুই মনে নাই)

৬ই চৈত্র লিখিত

March 14 Friday Chaitra 2

প্রাতঃকালে হরনাথদাদার জন্য বহি কিনিতে বাহির হইয়া অধরবাবুর নিকট গেলাম। তাঁহার সহিত দাসগুপ্ত কোম্পানির দোকানে গিয়া পুস্তকের তালিকা ও অগ্রিমমূল্য ৬০্ টাকা দিয়া আসিলাম। কলেজে গেলাম। ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত গার্ড দিলাম। একটা ছেলে ক্রমাগত দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দেখিতে পায় নাই। তাহার নম্বর একটা বাবুকে দিয়া আসিলাম। দাসগুপ্ত কোম্পানির নিকট বহি আনিলাম। প্রাতঃকালে ঐ দোকানে অধরবাবুর সহিত F. A. course "Livingstone" এর key লিখিবার কথা হয়। অধরবাবু তদনুসারে সন্ধ্যার সময় তাহার দাদার Livingstone খানি আনিয়া দেন।

March 15 Saturday Chaitra 3

৬ই চৈত্র লিখিত

কলেজে পড়াই। Encyclopaedia Britannica হইতে Livingstone-এর Bibiliography সংগ্রহ করিলাম। (বোধহয় পূর্ব্বদিনেই করিয়াছিলাম।) আজ ২টার সময় হরনাথদাদার আসিবার কথা ছিল। কিন্তু ৫টার মধ্যেও না আসায় আমি বাহির হইলাম। প্রেসে গিয়া কিছু notes লিখিলাম।

আমার অনুপস্থিতিতে হরনাথদাদা আসিয়াছিলেন। ২খণ্ড বাঙ্গালা রাজস্থান বাঁধাইতে দিয়া গিয়াছেন।

March 16 Sunday Chaitra 4

৬ই চৈত্র লিখিত

রবিবার প্রাতে প্রেসে গিয়া proof দেখিলাম ও দুই পৃষ্ঠা order দিয়া আসিলাম। বাসায় আসিতে প্রায় ১১টা হইল। বৈকাল পর্য্যন্ত বালাপোষের সেলাই খুলিয়া তুলা বাহির করিলাম। হেরম্ববাবুর নিকট গেলাম। তাহার পর সমাজে। সেখানে উপাসনায় মন বসে নাই। আমার diabetes হইয়াছে এরূপ সন্দেহ হওয়ায় কেবল তাহাই মনে হইতেছিল। Sermonএর রিপোর্ট লইলাম। উপাসনার পর হেরম্ববাবুকে পীড়ার কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সুবিধা হইল না। বাসায় আসিবার অল্পক্ষণ পরেই সুরেন সিরাজগঞ্জে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

হেরম্ববাবুর বাসা হইতে আসিয়াই অধরবাবুর নিকট গেলাম। পণ্ডিতজীর বড় অসুখ। টীকা লওয়ায় অধরবাবুরও জ্বর।

প্রেসে যাইবার সময় যদুবাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি দুর্ব্বল হইয়াছেন। মঙ্গলবারে ৫॥ টার সময় meeting এর কথা বলিলেন।

শিবনাথবাবুর Sermonএর তাৎপর্য্য এই যে যেমন পাতার মধ্যে ফুলটি রাখিলে শোভাবৃদ্ধি হয়, তেমনি জ্ঞানস্পৃহা, মানবপ্রেম, উজ্জ্বল বিবেক, সমন্বিত ধর্ম্মভাব, মানবের মনকে আকর্ষণ করে।

March 17 Monday Chaitra 5

৬ই চৈত্র লিখিত

আজ যাদববাবু বাড়ী গেলেন। কলেজের পর হেরম্ববাবুকে তাঁহার বাসায় আমার urine examine করার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন "কাল নীলরতনের সহিত ঠিক করিয়া মেও হাসপাতালে গেলেই হইবে।" তাহার নিকট ৫ টাকা ধার লইলাম। তাঁহার কাগজ দেখিতে অনেক বাকী সুতরাং তাঁহাকে first year-টা relieve করিবার কথা বলিলাম। আজ কলেজ হইতে আসিবার সময় বাতাস, গরম ও ধুলাতে বড়ই নাজেহাল হইয়াছিলাম। আসিয়া কোন কাজই করিতে পারি নাই। জল খাইয়া অধরবাবুর বাসায় তাঁহার জ্বর দেখিলাম। পরে হীরালালবাবুকে তাঁহার Hamilton's Lectures

on meta physics ফিরাইয়া দিলাম। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। তাঁদের Kantian club-এর meeting ছিল। আমাকে থাকিতে বলিলেন। কিন্তু নানা কারণে থাকিলাম না।

আজ কলেজ হইতে (Romeo & Juliet ফিরাইয়া দিয়া) Burns আনিলাম; Livingstoneএর note লিখিবার জন্য। কাগজও কিনিয়া আনিলাম। কাগজ Slip-এ কাটিলাম।

March 18 **Tuesday** **Chaitra 6**

অনেকদিন প্রার্থনা করি নাই। নিয়মিতরূপে ডায়েরী লিখি নাই। মনোরমার পত্র পাই নাই। মনের শান্তি নাই। আর কতকাল মিথ্যাচরণ করিব? ইহার উপর diabetesএর ভয়। শুক্রবার অবধি অল্প অল্প করিয়া Livingstone পড়িতেছি।

১০ই লিখিত

মনোরমার পত্র পাইলাম। তাহাকে আর নিন্দা বিদ্রূপের মধ্যে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। কলেজের পর বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ি। আজ বৈকালে ৬টার সময় হেরম্ববাবুর বাসায় আমাদের Nature Societyর meeting ছিল। তথায় গিয়া অবধি মনটা উদ্বেগে ছিল। কারণ পেট খারাপ ছিল। প্রথমে গিয়া শুনিলাম রামব্রহ্মবাবু আসিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহার পত্নী গরম ঘিয়ে পা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম। প্রায় আর সকলেরই দেরি হইয়াছিল। বাঙ্গালীর এ দোষটী খুব আছে। রামব্রহ্মবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। O' Hara-র Sentenceএর কথা হইল। বোধহয় জজদের উপর pressure পড়িয়াছিল। Botanyর lecture হইল। খাওয়া দাওয়ার পর বাসায় আসিলাম। হেরম্ববাবুকে নীলরতনবাবুকে আমার পীড়ার কথা বলিতে বলিলাম। হেরম্ববাবুর নিকট Bible Dictionary ও Beeton আনিব বলিলাম।

March 19 **Wednesday** **Chaitra 7**

১০ই লিখিত

প্রাতে উপাসনা করিয়া (?) dumbbell exercise করিয়া হেরম্ববাবুর নিকট reference books আনিতে গেলাম। তিনি নীলরতনবাবুকে বলাতে নীলরতনবাবু যখনই আমি প্রাতে Mayo Hospital যাইব তখনই urine

examine করিবেন বলিলেন। reference books আনিলাম। কলেজ হইতে আসিয়া second class এর exercise দেখিলাম। পরে জল খাইয়া Wellington Square-এর বায়ু-সেবনার্থ গমন করিলাম। সন্ধ্যার সময় আঁধারে দূরাগত গাড়ি-ঘোড়ার শব্দের মধ্যে Squareটী বেশ গম্ভীর ভাব ধারণ করে। রাত্রে কিছুই হয় নাই। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। রৌদ্রে কলেজ হইতে আসিয়া বড় মাথা ধরিয়া যায়। ঘুমাইলে বড় ক্ষুধা কম হয়।

আজ মনোরমার পত্রের উত্তর দিলাম।

March 20 **Thursday** **Chaitra 8**

১০ই লিখি

উপাসনা, Exercise, walk to Adhar Babu's Lodgings. কলেজের পড়া করিয়া কলেজ গেলাম। তথা হইতে আসিয়া Second class-এর Exercise দেখিলাম। Livingstone-এর উপর দু Slip note লিখিলাম। Wellington Squareএ ভ্রমণ। আজকার কথা বিশেষ কিছু মনে নাই।

March 21 **Friday** **Chaitra 9**

প্রাতে উপাসনা, Exercise, ও জলযোগ করিয়া Mayo Hospitalএ গেলাম। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নীলরতনবাবুর সহিত একটী কামরায় গেলাম। তিনি প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া বলিলেন তাহাতে কোন দোষ নাই। তাঁহার গাড়ীতে বাসায় আসিলাম। He is a gentleman. তাড়াতাড়ি কলেজ গেলাম। Exercise ফিরিয়া দিলাম। আজ তৃতীয় ঘণ্টায় Second Classএ বড় মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছিল। History পড়ান হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার জন্য উমেশবাবুকে বলিব মনে করিলাম। বলা হইল না। বাসায় আসিয়া শিবনাথবাবুর Sermon-এর ইংরাজী অনুবাদ করিলাম। তাহার পর জল খাইয়া Livingstone পড়া শেষ করিলাম। Wellington Squareএ একজন Christian ও একটী হিন্দু Positivist (?) এর তর্ক শুনিয়া বড় মজা পাইলাম। বাসায় আসিয়া শনিবারের 1st ও 2nd classএর Exercise-এর জন্য question ঠিক করিলাম। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাত খাইয়া ঘুমাইয়া ছিলাম। দীনু উঠাইল, কে তাহাকে বাহির হইতে শিকল দিয়াছে বলিয়া। সম্ভবতঃ শিকল আপনি পড়িয়া গিয়াছিল।

প্রাতে নদীর পত্র পাইলাম। সে drawing শিখিতে চায়। ক্ষতি কি?

March 22 | Saturday | Chaitra 10

১১ই লিখিত

প্রাতে উপাসনা করিয়া exercise এবং ভ্রমণ করি। ৭৷৷০ টার পর গড়ের মাঠ হইতে ফিরিয়া আসি। তৎপরে ৩৷৪ দিনের বাকী ডায়েরী লিখি। Livingstoneএর টীকা লিখিতেছিলাম, এমন সময়ে বিনোদ ও মনোরমার পত্র পাইলাম। বিনোদের পত্রে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের গত (নবম) বার্ষিক উৎসব, এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাইলাম। ইংরাজী দু-এক যায়গায় শুদ্ধ করিয়া দিলাম। নতুবা বেশ হইয়াছে। বিনোদ, হরচরণ ও হেম গুহের স্বাক্ষর আছে। স্নানাহার করিয়া কলেজ গেলাম। Second Classএর exercise দিয়া Burns পড়িতে লাগিলাম। ১২টা হইতে ১৷৷০টা পর্য্যন্ত 1st year পড়াই। মাঝে কেবল এণ্ট্রেন্স ক্লাসের Exercise দিয়া আসি। বাসায় আসিয়া মেজদাদার পোস্টকার্ড পাইলাম। সঞ্জীবনী পড়িলাম। মনোরমার, বিনোদের, নসীর পত্রের উত্তর এবং সঞ্জীবনী পাঠাইলাম। Livingstoneএর টীকা লিখিতে লিখিতে উঠিয়া রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের parachute যোগে আকাশ হইতে অবতরণ দেখিলাম। প্রেসে গিয়া বিনোদের প্রেরিত Proceedings দিলাম এবং দুই একটী note ও glening দিলাম। noteএর proof আনিয়া রাত্রে সংশোধন করিয়া রাখিলাম।

ট্রামের অপেক্ষায় যখন সমাজের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তখন গৌরীবাবুর মুখে শুনিলাম অধরবাবুর আবার অসুখ করিয়াছে।

March 23 | Sunday | Chaitra 11

আজ প্রাতে উপাসনা ও ব্যায়াম করিয়া অধরবাবুকে দেখিতে বাহির হইলাম। পূর্ব্বদিন হইতে (আরও পূর্ব্ব হইতে) স্থির করিয়াছিলাম আজ সকালে ধর্ম্মবন্ধুর জন্য সমালোচনাদি লিখিব; কিন্তু আলস্য ও গল্পপ্রিয়তা বশতঃ অধরবাবুর বাসাতেই ৮টা বাজিয়া গেল। আসিয়া ডায়েরী লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রমথর একখানি পত্র পাইলাম। সে কালিকাপুরে, ক্ষুদ্র, জনকোলাহলশূন্য গ্রামে বসন্তসম্ভোগ করিতেছে; কিন্তু কবিদের মতে তাহার প্রিয়তমা কাছে থাকা উচিত ছিল। তাহার প্রিয়তমা কিন্তু বাঁকুড়াতে। সকল কথা খুলে আজ কি কাল নিমাইকে একখানা পত্র লিখিব।

১২ই লিখিত

আমি উপরে ছিলাম। মেজদাদা আস্তে আস্তে ডাকিয়া দাশির হাতে সুশীল ও বিমলের জামা ও কাপড় কিনিবার টাকা দিয়া চলিয়া যান। প্রেসে গিয়া

অর্ডার দিলাম। ট্রাম যোগে বাসায় আসিয়া ধর্ম্মবন্ধুর notes কতক লিখিলাম। জল খাইয়া চাঁদনীতে কাপড় জামা কিনিয়া আলিপুর গেলাম। দেখিয়াই ত বিশন ছুটিয়া আসিল। তাদের কত আহ্লাদ। মেজবৌয়ের হাতে মেজদাদার আড্ডাতে একটী খরচের টাকা দিয়া আসিলাম। জিজ্ঞাসিলাম সুশীল কাহিল কেন? মেজবৌয়ের উঃ "দুধ খেতে টাকা নাই।" আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনই টাকা দিব বলিলাম। কিন্তু গাই কি হয়েছে। ছেলে দুটা আসিবার সময় আমার দিকে চাহিয়াই রহিল। ২টা পয়সা দিয়ে এলাম। মনটা কেমন করে; তারা কি ভাবে। সমাজে আসিয়া Sermonএর note লইলাম। পণ্ডিতজীর সঙ্গে অধরবাবুর বাসায় আসিয়া কয়েকটি মজার গল্প শুনিলাম। সমাজে সুশীলা বলিল আপনি আর যান না কেন। হেমেন্দ্র এবং সুশীলার মুখ দেখিয়া আমার তাহাদের প্রতি অনুরাগ বাড়িল।

March 24 **Monday** **Chaitra 12**

উপাসনা। ব্যায়াম। ভ্রমণ। Messenger পাঠ। ধর্ম্মবন্ধুর noteএর বিষয় ঠিক করা। সুরেন তার মাকে পত্র লিখবে ভুতু ২০শে বৈশাখ যাত্রা করিবেন। কলেজ। উমাপদবাবুর সহিত Life insure করার কথা। এবং Self control সম্বন্ধে Browning এর মতের কথা। হেমেন্দ্র কাল সমাজে ৫০টী টাকার দরকার বলিয়াছিল। যাদববাবুকে কাল ও তৎপূর্ব্বে পত্রও লিখেছিল। মনে করিয়াছিলাম বেতন advance লইব। কিন্তু বলিতে পারিলাম না। কলেজে শক্তিবাবুর এক পত্র (গিরিধি হইতে পাইলাম। সঞ্জীবনীতে একটি Complaint দিবার জন্য। কাল দিব। হেমেন্দ্রর বাসায় গেলাম। নানা কথা, জলযোগ। তাদের সঙ্গে থাকিতেও পারি। অধরবাবুকে "ভুতের বোঝা" উদ্ধৃত করিয়া দিতে বলিয়া আসিলাম। সুশীলা আমার চিঠিপত্র সম্বন্ধে বলিল "এরূপ পত্র লিখিলে স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইবার দরকার হয় না; কত ভাল কথা আছে।" বাসায় আসিয়া রাত্রিতে ধর্ম্মবন্ধুর জন্য Note লেখা শেষ করিলাম। হেমেন্দ্র বলিল "আগে misinformed হয়েছিলাম এখন দেখছি তাঁর মত কোন মিশনরিই খাটে না।" "তাঁর Sermonএ বড় vanity ইত্যাদি!" (i) referring to Mr. Sastri.

March 25 **Tuesday** **Chaitra 13**

২২এ লিখিত

কিছুই মনে নাই। উপাসনা ও ভ্রমণাদি করিয়া থাকিব।

March 26 Wednesday Chaitra 14

১২এ লিখিত

মনে নাই।

March 27 Thursday Chaitra 15

১২এ লিখিত

আজ হইতে ১৭ই পর্য্যন্ত কোন দিন রাত্রে ঘুম হয় নাই। পাশের ঘরে পূজা ও রাত্রি কালে মাতালের গান (?) হইতেছিল।

আজ সকালে Sarma & Co-র বাড়ীতে শশীবাবুর সহিত দেখা করি।

March 28 Friday Chaitra 16

১২শে লিখিত

শিবনাথবাবুর sermon ও মেসেঞ্জারের article আজকালের মধ্যেই বোধহয় লিখিয়াছিলাম।

March 29 Saturday Chaitra 17

১১শে লিখিত

রাত্রে proof দেখিয়াছিলাম।

প্রাতে অধরবাবুর বাসায় ধর্ম্মবন্ধুর proof দেখিয়াছিলাম।

March 30 Sunday Chaitra 18

১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত pressএ ছিলাম। রাত্রে রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের Sermonএর report লই।

March 31 Monday Chaitra 19

১২শে লিখিত

বিশেষ কিছুই মনে নাই।

April 1 Tuesday Chaitra 20

আজ বোধহয় কলেজ হইতে আসিয়া Livingstoneএর note লিখি।

April 2 Wednesday, Chaitra 21

২২শে লিখিত

আজ তত্ত্বকৌমুদীর contributionএর জন্য ৬টার সময় এক Meeting হয়। আমি বন্ধের পর regularly লিখিতে promise করি। পণ্ডিতমহাশয়কে Mass preachingএর জন্য চাঁদার একটাকা দিই।

April 6 Sunday Chaitra 25

৫ই বৈশাখ, বাঁকুড়া।

আজ প্রেসে বসিয়া মেসেঞ্জারের প্রুফ দেখিতে দেখিতে জ্বর আসিল। তাহার পূর্ব্বরাত্রে যাদববাবুর কাশি প্রভৃতি কারণে ঘুম হয় নাই। জ্বর হইবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কাজ শেষ করিয়া ট্রামে উঠিবার সময় হেমেন্দ্রর পেটের পীড়ার খবর পুণ্যদানবাবুর নিকট পাইলাম। আজ হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগিতে লাগিলাম।

April 11 Friday Chaitra 30

৫ই বৈশাখ, বাঁকুড়া।

আজ ভাত খাই। ইহার দুই একদিন পূর্ব্বে বিশন মেজদাদার সঙ্গে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল। কলেজে গিয়া আধমাসের অগ্রিম বেতন আনিলাম। বন্ধ হইল। তজ্জন্যই পূর্ব্বদিন গগনবাবুর নিকট খবর লইয়া কলেজ গিয়াছিলাম। রৌদ্রে কয়েক দোকান ঘুরা ও ধোবার নিকট সন্ধ্যাকালে যাওয়ায় শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

April 12 Saturday Chaitra 31

তজ্জন্য আজ ভাত খাই নাই।

আমার ও দাসীর জুতা কিনিয়া আনি।

April 13 Sunday Boysack 1

৫ই বৈশাখ

অদ্য ভাত খাইলাম সকালে মেজদাদার সহিত দেখা করিয়া আসিলাম। মেল গাড়িতে রাণীগঞ্জ আসিলাম। তথা হইতে স্পেসিয়াল বাড়ীতে রওনা হইয়াছিল…

April 14 Monday Boysack 2

৫ই

অদ্য প্রাতে বাড়ী পৌঁছিলাম। বড় দুর্ব্বল অবস্থায় পৌঁছিয়া অনেকক্ষণ শুইয়াছিলাম। তৎপরেও বেতের চেয়ারে বসিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ মা কোন খবর না লওয়ায় মনে করিলাম মা বুঝি বিরক্ত হইয়াছেন। মাকে

টাকা দিলাম। স্নানাদি করিয়া জল খাইলাম। ভাত অতি অল্প খাইতে পারিলাম। দুপর বেলা নসীর হাতে বিনোদের জিনিসপত্র ও দেবেনকে আমার তিনটি টাকার জন্য পত্র দিলাম। দেবেনের টাকা চুরি যাওয়ায় দিতে পারে নাই। আমার উচিত ছিল অতঃপর টাকা লইতে অস্বীকার পাওয়া; কিন্তু তাহা করি নাই। তাহাই করিব। সকলকে বাড়ী পৌছার খবর দিলাম। বৈকালে জল খাইয়া জেঠীদের ঘরে গেলাম। রমনদাদা কথা কহিলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেনের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। জ্যোতিও আসিয়াছিল। লালবাজার গেলাম। বাড়ী আসিয়া আর কিছু না খাইয়া শুইলাম।···

April 15 Tuesday Boysack 3

৫ই

আজ শরীর ভাল না থাকায় স্নান করি নাই। কুমারী নাইটিঙ্গেলের জীবনী লিখিয়া ধর্ম্মবন্ধুর জন্য পাঠাইলাম।

রাত্রে মনোরমাকে আমার ডায়েরী দেখাইলাম। আমাকে না বলিয়া প্রদীপ নিবানতে আমি মুনুর উপর একটুকু বিরক্ত হইয়াছিলাম কি। আশ্চর্য্য!

বৈকালে শশী ও দেবেনের সঙ্গে বেড়াই। অনেক অভদ্র কথা আজ ব্যবহার করিয়াছিলাম।

April 16 Wednesday Boysack ৫.

৫ই

আজ সস্ত্রীক প্রাতে দেবেন ও তাহার স্ত্রীর নিমন্ত্রণ পাইলাম। আমি ১০টার সময় গিয়া খাইলাম। কিন্তু পাল্কীর বেয়ারার অভাব হওয়ায় স্ত্রীলোকদের আসিতে বড় দেরি হয়। তাহারা ৫টার সময় খাইতে বসে। আমরা একটা কপাটের ছিদ্র দিয়া সকলকেই দেখিলাম। নিতমকে দেখিলাম। সুন্দরী নয়। বড় দুর্ব্বল শুনিলাম, সবে পথ্য করিয়াছেন। দেবেনের স্ত্রীর সহিত আলাপ হইল। অবু বৈকালে আসিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর অবুকে কতকদূর দাঁড়াইয়া দিলাম। দেবেনও আমাকে দাঁড়াইয়া দিল। তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহা সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কেদারবাবুর সহিত সন্ধ্যাবেলা দেখা হইল। তিনি বলিলেন তোমার জন্য একটা বড় কাজ আটক হইয়া রহিয়াছে। Student's association." প্রথম কোন পত্র দেয় নাই (২ মাস)। নিতম মনোরমা ও গিরিবালার দ্বারা জানিতে চান। বলিতে পারি নাই। রাত্রে বাঁহাতটা বড়

কন্‌কন্‌ করিতেছিল। মুন্নু হাত টিপিয়া দিতে অনেকটা কমিল। দেবেনদের বাড়ীতে আজ অনেক ছেপলামি করি।

April 17 Thursday Boysack 5

আজ বেলায় উঠিয়া অবধি বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। প্রমথকে পত্র লিখিলাম। নিতমকে লিখিলাম। পরীক্ষক হইবার ফর্‌ম্‌ আসায় তাহাতে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। হেরম্ববাবুকে আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে আমার জন্য বলিতে লিখিলাম। কয়েকদিনের ডায়েরী লিখিলাম। ধর্ম্মবন্ধুর জন্য লিখিতে বসিয়া দুর্ব্বলতাবশতঃ পারিলাম না। আজ প্রাতে মনোরমার ডায়েরী কিছু কিছু পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার আমার চেয়ে বোধহয় Spirituality জন্মিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি বড়ই নাস্তিকের মত দিন কাটাইতেছি। উপাসনা প্রার্থনাদি কতদিন করি নাই। মনোরমার সহিতও করিতেছিনা। বড় ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের ঘর-কন্নার—অধিকাংশ হিন্দু গৃহের মত—যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে ত আধ্যাত্মিক দুর্গতি হইবেই; স্ত্রী যেন উপপত্নী; রাত্রিতে গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। দাদা ॥০ আনার পৈতা কিনিয়াছেন; তাহা লইয়া বড় গোলমালই হইতেছে। আমার ও মনোরমার জন্য পড়াশুনার ও উপাসনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

April 18 Friday Boysack 6

১লা মে লিখিত

মনে নাই

April 19 Saturday Boysack 7

লিঃ ১লা মে

মনে নাই

April 20 Sunday Boysack 8

লিঃ ১লা মে

সকালে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া কেদারবাবু তত্ত্বকৌমুদী হইতে "শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌" সম্বন্ধে শিবনাথবাবুর বক্তৃতা পড়িতেছিলেন শুনিলাম। আমি আগামী রবিবারে ছাত্রসমাজে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অঙ্গীকার করি। সন্ধ্যার পর উপাসনা করিতে যাই। দুপুরবেলা বারাণসীবাবুর সহিত টোলে কথাবার্ত্তা হয়। তাহার পর জল খাইয়া একত্রে সমাজে যাই।

April 21 Monday Boysack 9

১লা মে লিখিত।

আজ কি কাল কাছারী গিয়া Bradlaugh কে support করিবার জন্য meeting করিবার কথা হয়।

আমি Indian association কে পত্র লিখিলাম, petition and Resolution-এর জন্য।

April 22 Tuesday Boysack 10

মনে নাই।

April 23 Wednesday Boysack 11

মনে নাই।

বাড়ী আসিয়া অবধি বড় অনাধ্যাত্মিক ভাবে জীবন যাইতেছে।

April 24 Thursday Boysack 12

মনে নাই।

April 25 Friday Boysack 13

আজ Indian association হইতে Petition, resolution প্রভৃতি পাইলাম। বনোয়ারীর বাসায় গিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া, Resolution move করা প্রভৃতি ঠিক করিয়া Mahes Babu-কে সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিতে গেলাম। স্বীকার পাইলেন। আলিজামীনকে মিটিংএ যাইতে বলিয়া আসিলাম। অবিনাশও বসুর বাসায় আসিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই হৃদয় দরিপাকে তাঁহার কুটিতে সভা হইবে বলিয়া আসিয়াছিলাম।

April 26 Saturday Boysack 14

১লা মে লিখিত

আজ প্রাতে বিজ্ঞাপন বিতরণ করা গেল। আমি প্রথম প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে কি বলিব স্থির করিলাম। "পবিত্রতা" সম্বন্ধে ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিবার জন্য কতকগুলি notes লিখিলাম।

সভা হইল। বেশী লোক হয় নাই কিন্তু Representative gathering বটে। কি শিখিলাম :—সোজা করিয়া বুঝাইয়া দিলে সাধারণ লোকে খুব আগ্রহের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। সভাস্থলে কয়েকটী স্বাক্ষর করান গেল।

April 27 Sunday Boysack 15

১লা মে লিখিত

প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে গেলাম। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার একাকী নির্জনে ভগবানকে স্মরণ করিলাম। পবিত্রতার বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম কিন্তু

আমি কি অপবিত্র! প্রায় ২০/২৫টি ছাত্র উপস্থিত ছিল। তাছাড়া অবিনাশ কেদারবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ছিলেন। অবিনাশের মতে বক্তৃতাটী বেশ সুন্দর ও exhaustive হইয়াছিল। সে আগামী রবিবারে বক্তৃতা করিবে। ইহা (ছাত্রসমাজ) যে একটী গুরুতর কাজ, তাহা আজ বুঝিলাম।

সন্ধ্যার সময় সমাজে গেলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু সপরিবারে আসিয়াছিলেন। কেদারবাবু কার্য্যে ভগবানের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। ফিরিয়া আসিবার সময় বারাণসী বাবু "১মাট" বাঁধিয়া দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, তেমন চরিত্র কই?

—০—

সকালে যখন সমাজে যাইতেছিলাম তখন meeting এর বিষয়ে Telegraph করিবার জন্য মায়ের নিকট ২৲ টাকা চাইলাম। মা বলিলেন এত সকালে কোথা যাচ্ছ। চুপ করিয়া থাকায়, বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন "ছেলে-মানুষ না বুঝে কি করে বেড়াচ্ছিস রে বাপ! তিনি কেমন মানুষ ছিলেন, আর এমন দুর্নামের কাজ করে বস্‌লি যে তা আর বল্‌বার নয়।" মনটা বড় খারাপ হ'ল।

April 28	Monday	Boysack 16

আবেদনে দস্তখত করাই।

মা আজ আপনায় রামনাথের সহিত বাপের বাড়ী গেলেন।

মনোরমার সহিত আজ রাত্রে প্রার্থনা করিলাম।

April 29	Tuesday	Boysack 17

আজ ১৩১ স্বাক্ষরযুক্ত একটী আবেদন Parliament-এ গেল। চাই Election ot half the members and right of interpeltation.

তিন যায়গায় জল খাইলাম। ১। সূর্য দত্তের বাসা, ২। যোগেন্দ্র রায়ের বাসা, ৩। সানবাঁধা।

April 30	Wednesday	Boysack 18

১লা মে লিখিত

I eat only rotis today, not because it was Ekadasi, bnt as a sort of penance.

Went to Binod Babu and complained against the owners of বড় পুকুর for making the water muddy by catching fish. Was told that the municipality...had no legal power to stop it. Then followed complaints (from B. Babu) against Govt. servants for worrying the municipalty and District Board authority. I shall write an article in the Sanjibani on those matters. Went to Kedar Babu Heard Ramnath Babu has written to ? Babu that he is not bound to pay চাঁদা he has subscribed with his own hand.

CASH ACCOUNT FOR APRIL 1880.

Receipts ৪ টাকা ৮ আনা গার্ড দেওযাব

১১৫ টাকা ৪ আনা ৩ পয়সা ফেব্রুয়াবী ও মার্চের বেতন

(ফেব্রুয়াবীব ৫ দিন)

১১৯ টাকা ১২ আনা ৩ পয়সা

খরচ— বাড়ীতে— ৬০৲

(debt) দেবেন— ১১৲ (+৩৲)

নসী— ১৲

(debt) পণ্ডিত মহাশয় বাবত

ছায়া ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার দাম—১৲

বাবতে Mass

preaching এর চাঁদা—১৲

উপাসকমণ্ডলীর চাঁদা

(ফাল্গুন পর্য্যন্ত)— ১৲

মেজবৌকে— ১৲

Wordsworth's works— ১ টাকা ২ আনা

Reference books – ১৩ টাকা ৮ আনা ৩ পয়সা

(Debt) Heramba Babu—৬৲

Nature Society-র চাঁদা— ৩৲ april পর্য্যন্ত।

May 1 Thursday Boysack 19

ওরা মে লিখি?

(মনে নাই)

Living like a beast.

আজ চন্দ্র বাঙ্গালের ঘরে লোলাড়ার একজনের বিবাহ। বরযাত্রগণকে কাঁচা গুড় দিয়া জল খাইতে এবং শালপাতায় মোড়া পান দেওয়াতে আমি অনেকের কাছে চন্দ্র বাঙ্গালকে অভদ্র ইত্যাদি বলিয়াছিলাম। ইহা অন্যায় করিয়াছি।

—•—

আজ ধর্ম্মবন্ধু পাইলাম। Get up-টা পছন্দ হইল না। দু একটা বড় খারাপ ছাপার ভুল হইয়াছে। "ক্ষুদ্র কাপ্তেন" গল্পটিতে কি উপদেশ পাইলে জিজ্ঞাসা করায় মনোরমা বলিল "সংযম"।

—o—

২রা মে। আজ নিতম প্রমথর কুশল জানিবার জন্য মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছিলেম। আমি উভয়ের সংবাদ দিলাম।

May 2 Friday Boysack 20

৩রা মে লিখিত

(মনে নাই)

শুনিলাম মায়ের হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সত্য কিনা জানিবার জন্য মামাকে পত্র লিখিলাম। পত্রখানি হাতে লইয়া বাহির হইলাম। ডাকঘরে পত্র দিয়া গোবিন্দ শুঁড়ির কাছে Parliament-এর দরখাস্তের স্বাক্ষর আনিলাম। তাহার পর বনোয়ারীর সহিত বরদাবাবুর বাসা, রামনাথের দোকান, শ্বশুরবাড়ী গেলাম। তাহার পর বনোয়ারী ও আমি বিষ্ণুপুরের রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিলাম।··· ··· ··· ইহার পর বারাণসী বাবুর সহিত মিলিয়া আরও অনেক কথা হয়। আশুর নিকট দরখাস্তের কাগজ লওয়া। বাড়ীতে আসিয়া খাইয়া শুইলাম। উপাসনা করিব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মুমু ঘুমন্ত অবস্থায় "মন বসিবে না" বলায়, তাহার ও আমার আলস্য একত্র মিলিয়া সৎ ইচ্ছাতেও বিঘ্ন জন্মাইল। গরমে ঘুম হইতে ছিল না। দুয়ার খোলা ছিল। লোলাড়ার কয়েকটী ছেলে আসিয়া জল খাইতেছিল ও তজ্জন্য আমরা শুইয়া থাকাতেও বড় বৌ প্রভৃতি ঘরে ঢুকিতেছিল নসী লোলাড়া যাইতে চাওয়ার বড় বৌ হেড্ মাস্টারকে বলিতে বলিল। আমি অস্বীকার পাইলাম।

* * *

May 3 Saturday Boysack 21

আমার সৎসাহস নাই। অনেকেই আমি অধ্যাপকই থাকিব কি অপর কোন কাজ করিব জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট উত্তর দি না। যদিও চাকরী করিতে হইলে অধ্যাপকতা করিব ইহাই আমার স্পষ্ট অভিপ্রায়। কাল রামনাথ চট্টোকে উক্তরূপ উত্তর দিয়াছিলাম।

সকালে উঠিয়া স্নানাদি করিয়া কয়েকটী বহির জন্য ইস্কুলে গেলাম। কিন্তু চন্দ্রভূষণ না থাকায় পাইলাম না। কাছারী গেলাম। বসু রাত্রে খাইবার নিমন্ত্রণ করিল। বাড়ী আসিয়া ভাত খাইয়া ঘুমাইলাম। উঠিয়া মনোরমার সহিত আমাদের জীবনের অধোগতি সম্বন্ধে কথা হইল। নিত্য উপাসনা করিবই করিব। মনোরমাকে ইংরাজী পড়াও দিব।

অত্যন্ত জঘন্য হইয়া পড়িয়াছি।

১১ই মে ব্রহ্মমন্দিরে গার্ফিল্ডের জীবনচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিব বলিয়া তাঁহার ইংরাজী জীবনী পড়িতেছি।

২২এ বৈশাখ লিখিত

জল খাইয়া বারাণসীবাবু ও শশীর সহিত নদীর ধারে বেড়াইতে গেলাম। তাহার পর বন্ধুর কাছে নিমন্ত্রন খাইতে গেলাম। সেখানে অমিয় বসুর ও বারাণসীবাবুর অনেক ধর্ম্মবিষয়ক কথা হইল। রামনিধি রায় মহাশয় Dr. বিগ্‌নোল্ড সাহেবের পাগলামির অনেক কথা বলিলেন। রামনাথবাবু astronomyর অনেক কথা বলিলেন। বলিলেন Microscope দিয়া দেখিলে মাছির ডানা Hexagon এবং Equilateral triangle-এর মত figure-এ ভর্ত্তি দেখা যায়। অনেক রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়া মনোরমাকে উঠাইয়া ছাতের উপরে জ্যোৎস্নাতে উপাসনা করিলাম।

May 4 Sunday Boysack 22

প্রাতে স্নানাদি করিয়া অবুর বক্তৃতা (ব্রহ্মমন্দিরে) শুনিতে গেলাম। বালকদিগের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু চিন্তাপূর্ণ, ও বয়স্ক লোকদিগের কাজে লাগিতে পারে। অবুর শীঘ্র শীঘ্র বিশদভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। অবিনাশ তাহার লিখিত "সীতার" প্রথম অধ্যায় মনোরমার মতামত জানিবার জন্য আমায় দিল।

আহারাদি করিয়া গারফিল্ডের জীবনী পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুম ভাঙ্গিলে পর অনেকক্ষণ মনোরমা আমায় বাতাস করিয়াছিল ও মাথায় হাত

বুলাইয়া দিয়াছিল। আজ গারফিল্ডের জীবনচরিত শেষ করিলাম। মনোরমার ইংরাজী পড়া বলিয়া দিলাম।
বড়বৌকে এত বলিয়াছি তবুও আজ দোক্তা আনাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করায় বলিল "কৈ হে, কোথা!" ছি!

June 27 Friday Ashara 14

আজ মনোরমার পত্র পাইয়াছি। তাহাতে মুনু নিয়মিতরূপে সকল কর্তব্য করিতে স্বীকার পাইয়াছে এবং আমাকেও অনুরোধ করিয়াছে। আমিও করিব বলিয়া লিখিলাম।
বহুদিন উপাসনা ও প্রার্থনা করি নাই। ডায়েরী লিখি নাই। জীবনকে নিয়মাধীন করা চাই।
এখানে আসা অবধি বড় পেটের অসুখ করিয়াছে।

Sep 22 Monday Ashvin 7

ভগবান আমার সহায় হউন, আজ অনেকদিন পরে ডায়েরী লিখিতে আরম্ভ করিতেছি। আজও লেখা হইত না। কিন্তু "মনোরমার নিকট মিথ্যাবাদী হইব না" এই কথা মনে হওয়ায় আলস্য ভঙ্গ হইল। কাল মনোরমাকে লিখিয়াছি যে নিয়মিতরূপে উপাসনাদি করিব।) আজ প্রাতে উঠিয়া লালদীঘিতে বেড়াইতে যাই। তথায় C. Register ও vigilance Record পড়িয়া ক্ষণকালের জন্য ভগবানকে স্মরণ করি এবং আমার কর্তব্যের ত্রুটি অপরাধসকল মনে করি। বাসায় আসিয়া 4th year Honours-এর জন্য Harold পাঠ করি। তৎপরে Messenger-এর জন্য Selection প্রভৃতির জন্য বিলাতী ও আমেরিক কাগজ পড়ি ও কিছু Pleasantry সংগ্রহ করি। স্নানাহারের পর Pleasantryগুলি একটী কাগজে আটিয়া দিই। পরে নিদ্রা। দুইটার পর ঘুম ভাঙ্গে। সুতরাং 4th year Honours পড়ান হইল না। চুনী ও সতীশকে পড়া বলিয়া দি। টিরেটাবাজারে বাড়ীর ছেলেদের জুতা কিনি।
কর্তব্যের ত্রুটি—4th year-এ না পড়ান, কলেজ গিয়া Concordance to the Bible না কেনা, সরোজিনীকে না পড়ান, (নিজের জন্য:—নূতন Examinators application form-এর জন্য আবেদন না করা)। সাধারণতঃ বৃথা

আলস্যে দিনযাপন। বৃথা দুই একজনের নিন্দাও করিয়াছি। রাত্রে ২০-২২ পৃষ্ঠা Freeman-এর History পড়িয়াছি। উপাসনা করিয়া তবে ঘুমাইব।

Sep 23 Tuesday Ashvin 8

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের সহায় হও। প্রাতে উঠিয়া লালদীঘিতে ভ্রমণ ও প্রার্থনা। প্রার্থনার সময় কেবল অন্য চিন্তা মনে উদিত হইতেছিল। তদ্‌গত-প্রাণ না হইলে এমনই হয়। আমি পৈতাফেলা সম্বন্ধে বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছি বলিয়াই কি ঈশ্বর আমাকে প্রত্যহ এই ফাঁক ফাঁক ভাব প্রেরণ করিতেছেন। কলেজের পড়া। মেসেঞ্জারের জন্য Pleasantry বাছা। কলেজে পড়ান। Examination Superintendent করা। আসিয়া অবুর সঙ্গে গল্প, জল খাওয়া। সরোজনীকে পড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। সরোজিনীকে পড়ান ও Battle of Hastings-এর map দেখিবার জন্য Freemen's History Vol III দিয়া আসিলাম। অধরবাবুর ওখানে proof দেখা। হেম নেচার সোসাইটির সভ্য হইতে চায়। আমাকে propose করিতে বলিল। কিন্তু পূর্ব্বেই আর একবার আমি প্রসঙ্গক্রমে একথা তোলায় সভ্যগণের অনভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়! বড় awkward position, কি বলিব তার ঠিক নাই! বাসায় আসিয়া কুলিদের বিষয় ধর্ম্মবন্ধুর জন্য লিখিলাম। ভবতারণকে পটল-ভাজা দেয় আর কাহাকেও দেয় না দেখিয়া বড় বিরক্ত হইয়াছি। মনোরমার জন্য কিছু করি নাই। পূর্ণর কোর্স কিনিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

Sep 24 Wednesday Ashvin 9

বাদল হওয়ায় বেড়াইতে পারি নাই। আর একজোড়া জুতা থাকিলে ইহাতেও বাহির হইতাম। উপাসনান্তর গৃহে বসিয়া ধর্ম্মবন্ধুর note লিখিলাম। আহারের পর Samson Agonistes পড়িলাম। তৎপরে college যাই। 4th year-এ পড়াই নাই। Half yearly exam-এ guard দিতেছিলাম। বাসায় আসিয়া জলযোগের পর 2nd year-এর question-এর নম্বর ঠিক করিবার জন্য Heramba Babu-র নিকট যাই। কিন্তু Messenger-এর জন্য Selection-এর কথাতেই সময় গেল। আমি Selection-এর জন্য কাগজ দিয়া আসিলাম। ঠিক্ করিলাম। বিলাতী American কাগজ পড়িলাম। আহারান্তে ডায়েরী লিখিলাম। ভগবানকে স্মরণ করিয়া ঘুমাইব।

অদ্য বৈকালে পূর্ণকে দুইখান Entrance course পাঠাই।

Sep 25 | Thursday | Ashvin 10

১১ই আশ্বিন লিখিত।

প্রাতে উঠিয়া হেরম্ববাবুর বাসায় কাগজ দিতে গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা হইল। একত্রে লালদীঘি গেলাম। তথায় ভ্রমণ ও উপাসনা করিয়া বাসায় আসিয়া "পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা" নামক একটি বই পড়িলাম। তৎপূর্ব্বে ভবতারণবাবুর একটি proof correct করিয়া দিই। কলেজ গিয়া examination superintend করিলাম ও…এর unitarian পড়িলাম। কলেজ যাইবার পূর্ব্বে মেসেঞ্জারের জন্য Pleasantries, কিছু—gleanings পাঠাই। নসীর জন্য জুতার মাপ—পত্র পাইলাম। তৎক্ষণাৎ কিছু কৃষ্ণভাব—কে একটি post card-এ উত্তর লিখিয়া—। বাসায় আসিয়া শরীর অসুস্থ বোধ—লাগিল তজ্জন্য Flannel গায়ে দিলাম। দ্বিজেন্দ্রবাবুর "আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা" পড়িলাম। পরেশকে আবার টাকার জন্য পত্র লিখিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অধরবাবুর বাসায় গেলাম। সেখানে proof দেখিয়া বাসায় কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়ি। উঠিয়া অধরবাবুর আনীত proof দেখিলাম। শরীর খারাপ থাকায় উপাসনা করিয়া নিদ্রা যাই নাই। আমার যে ঈশ্বরে প্রীতি নাই, ইহা তাহারই একটি প্রমাণ। সাধু ব্যক্তিগণ মুমূর্ষু অবস্থাতেও উপাসনা করেন। অন্য এক ভিক্ষুক আসিয়াছিল, তাহাকে কিছু দিতে পারি নাই। সে কোন মতেই না যাওয়ায় কিছু বিরক্তির সহিত যাইতে বলিয়াছিলাম।
হীরালালবাবুকে বাসার জন্য পত্র লিখিতে মনস্থ করি।
আজ (১১ই) মেজদাদার নিকট ও সরোজিনীকে পড়াইতে যাওয়ার কথা আছে।

Sep 26 | Friday | Ashvin 11

১১ই লিখিত।

স্মরণশক্তি অতিশয় খারাপ হইয়াছে। কাল প্রাতে উপাসনা করিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। বাদল হওয়াতে বেড়াইতে যাই নাই। দিনের মধ্যে unitarian পড়িয়াছি। রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ কিছু পড়িয়াছি। হীরালালবাবুকে, মনোরমাকে, ও দাদাকে পত্র দিয়াছি। আজ (১২) মনোরমার পত্র পাইয়াছি। দাদার পত্রে অবগত হইলাম—তাঁহার বাসা পুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার এক জোড়া চটি জুতা পাঠাইতে হইবে।—অধরবাবুর বাসায় proof correct করি। বৈকালে Review of Reviews পাইলাম। স্ত্রীজাতির—of work লইয়া অবিনাশ ও ভবতারণবাবুর সহিত কথা হয়। যেন একটুকু

warm হইয়া পড়িয়াছিলাম। তা ভাল নয়। রাত্রে উপাসনা করিয়া শয়ন করি। আহারের অনিয়মে আজ শরীরটা অসুস্থ আছে।
মনোরমার ইংরাজী পড়ার বড় অসুবিধা হইতেছে। দেখি আমি যদি কিছু করিতে পারি। আমি তাহাকে পত্র লিখিয়াছি যে এখন তাহার সহিত একত্রে থাকার ইচ্ছা অনেকটা কর্ত্তব্যবুদ্ধিজনিত। দয়াময় ঈশ্বর করুন যেন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি।

Sep 27 Saturday Ashvin 12

অদ্য প্রাতে উঠিতে বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ রাত্রে বৃষ্টিতে পুস্তকাদি ভিজিয়া যাওয়ায় উঠিয়া সে সকল মুছিতে হইয়াছিল। (আমরা জানালা বন্ধ করিয়া শুই না)। বেড়াইতে গিয়া হেরম্ববাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে একত্রে লালদীঘি গেলাম। তিনি সেখানে বসিলেন, আমি তথায় কিছুক্ষণ বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া স্নানাদি করিয়া উপাসনা করিয়া পূর্ব্বদিনের ও অদ্যকার ডায়েরী লিখিলাম।

প্রার্থনার বিষয় :—

বাক্ সংযম।

একাগ্রচিত্তে কর্ত্তব্য পালন।

—০—

১৩ই লিখিত

আহারের পর মেসেঞ্জারের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম। প্রায় ২টার সময় প্রবন্ধ লেখা শেষ হইল। ইতিমধ্যে রাখালদাদার জন্য চটি জুতা কিনিয়া আনিয়া পুলিন্দা করিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে দিয়া আসি! রাখাল আমার অনেক উপকার করে। অদ্য রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে সাংবৎসরিক সভা হইল। সিটি কলেজ গৃহে। কালিচরণ ও কৃষ্ণবাবু ব্যতীত আর সকলেরই বক্তৃতা বিশেষ কোন কাজের নয়। বিপিন পাল একটী প্রস্তাব অনুমোদন করিতে গিয়া সেটীকে ridiculous বলিয়া নিজেই ridiculous হইলেন। এবারের সভার গাম্ভীর্য একেবারেই অনুভূত হয় নাই। সভা ভঙ্গ হইল হেরম্ববাবু ও আমি মেসেঞ্জার আপিসে গিয়া ৯টার পর পর্য্যন্ত বাটী ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার সহিত কথা হইতেছিল যে যদি সকলে হাজার

দরে টাকা দেয় তাহা হইলেই রামমোহন রায়ের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইতে পারে। এমন একটী পুস্তকাগার স্থাপন করা চাই, যাহা আর সকলের চেয়ে বড় হইবে। পরমেশ্বরের নাম লইয়া শয়ন করি।

Sep 28 **Sunday** **Ashvin 13**

প্রাতে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হই। কিন্তু গোলদীঘির নিকট হইতে ভিজিয়া ফিরিয়া আসি। আসিয়া উপাসনা করিবার সুবিধা না হওয়ায় ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করি। পূর্ব্বদিনের ডায়েরী লিখি এবং Review of Reviews পড়ি। স্নানের পর আহার করিয়া press-এ যাইতে যাইতে অত্যন্ত ভিজিয়াছিলাম। Messenger-এর proof, correct এবং অধরবাবুর নিকট হইতে ধর্ম্মবন্ধুর file আনাইয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই। দুঃটার পর বাসায় আসিয়া Review পড়ি। হেম সন্ধ্যার সময় খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠায়। আমি ভিজিয়াছিলাম বলিয়া যাইতাম না। কিন্তু আবার তাহার চাকর আসায় গিয়া খাইয়া আসিলাম ও ভিজিলাম। আসিয়া A. ward-এর দু-একটা piece পড়িলাম। বৈকালে মেজদাদা আসিয়াছিলেন। নসী তাঁহাকে এক পত্রে বাড়ীর ভগ্নাবস্থার কথা লিখিয়াছে। এই বর্ষার দিনে মায়ের কষ্টের কথা ভাবিলে আমার প্রাণ যে কেমন করে বলিতে পারি না। বাদল হইলেই এ কথাই মনে হয়। আমি ত বেশ আছি। কিন্তু বাড়ীর সকলের, বিশেষতঃ মায়ের কি কষ্ট! আগামী বৎসর বাড়ী করিতেই হইবে। ধার করিয়াও করিব। Examiner হইবার চেষ্টা করা চাই। কাল মুন্নুকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। সুন্দর!

"Indian Messenger" সম্বন্ধে হেমের মত ফিরিয়াছে। দেখিতেছি সে N. Society-রও সভ্য হইতে চায়।

Sep 29 **Monday** **Ashvin 14**

আজ প্রাতে উপাসনা করিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। স্মৃতিশক্তি এতই খারাপ হইয়াছে। weather খারাপ ও জুতা ভিজা থাকায় আজ বেরুন হয় নাই। কিছুক্ষণ পড়াশুনা করিয়া হেরম্ববাবুর নিকট গেলাম, তাঁহার নিকট Ben Jonson's Every men in his human-এর কিছু সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইলাম। Samson Aonistes লইয়া আসিয়া পড়িলাম। প্রাতে সরোজিনীকে পড়াইবার জন্যও পড়িলাম। কলেজে গিয়া তিন ঘণ্টা

পড়াইয়া আসিলাম। আজও অম্বিকাবাবু ও হেরম্ববাবু partition কথা বলিলেন। সঞ্জীবনীতে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দেখিয়া কিনিয়া পাঠাইলাম। এবারে পাঠাইতে দেরি হইয়াছিল, তজ্জন্য হয়ত পাঠাইতাম না। দাদাকে ও পরেশকে পত্র লিখিলাম। পরেশ লিখিয়াছে তাহার বুকে pain হইয়াছে, জীবনের আশা নাই ও টাকা দিতে পারিবে না। আমি Webster's Dictionaryটী পাঠাইতে বলিয়া দিলাম। ইহা ঠিক কাজ বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে না। বৈকালে সরোজিনীকে পড়াইয়া আসিলাম। অধরবাবুর ওখানে বসিয়া তাঁহার বৌকে Rev of Revs.-এর ছবি দেখাইলাম।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৩৪) দিনপঞ্জি। ১৮৯০

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র যে দিনপঞ্জিটি রক্ষিত হয়েছে, তথ্য-শিকারীর উত্তেজনার মতো উপকরণ বা সাময়িকপত্রে আলোড়নকারী কোন গুহ্য সংবাদ তার মধ্যে নেই। তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (১৮৮৮) সিটি কলেজে-অবৈতনিক পরে নামমাত্র বেতনে—অনিয়মিত অধ্যাপনার কাজে তখন তিনি নিয়োজিত। ব্রাহ্ম প্রচারক শশিভূষণ বসু প্রতিষ্ঠিত 'ধর্ম্মবন্ধু'র সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন রামানন্দ এই বছরেই এবং 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এর সহকারী সম্পাদক। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী'র লেখক হিসেবেও নিয়মিতভাবে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁকে তখন থেকে। 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'র ভাবী সম্পাদকের প্রস্তুতিপর্বের আত্মগত সংলাপ রামানন্দের ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এই দিনপঞ্জি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ভারতীয় চিন্তাচেতনার ইতিহাসে এক সংকটের কাল। তখনও চলছে বীরপূজার যুগ। কিন্তু বীরত্বের অভিধাই তখন ক্রমে পাল্‌টাতে শুরু করেছে। আবার তারই মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে সংশয় ও সন্দেহের নানা সংক্রাম। এরই মধ্যে সর্বতোভাবে সমতা রক্ষা করে চলবার চেষ্টা করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম পুরোধা রামানন্দ। 'ধর্ম্মবন্ধু' পত্রিকায় "মহাবীর গর্ডন" প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'সকলের চেয়ে ঘোরতর যুদ্ধ কি? রিপুকুলের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। বশী যিনি, তিনিই প্রকৃত বীরপদবাচ্য।' বর্তমান দিনপঞ্জিতে আছে তাঁর আত্মবশ হয়ে ওঠার প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞার কথা, তাঁর অভিপ্রায় আর উচ্চারণের, ধর্মবোধ তার ধর্মাভিমানের অসমতা দূর করার বাসনার কথা। এই আত্মশাসনই তাঁর আত্মশক্তির মূলাধার, তাঁর বীরত্বের বীর্যসাধনা।

কিন্তু এই দিনপঞ্জির সবথেকে মধুর অংশ স্ত্রী মনোরমার প্রসঙ্গ। সম্ভবত তাঁরই কোন পুত্রকন্যার ব্রাহ্ম রুচিবোধে অসঙ্গত মনে হওয়ায় এই দিনপঞ্জির একান্ত ব্যক্তিগত দাম্পত্য অনুভব ও উল্লেখগুলি অনুদ্ধারণীয়ভাবে মার্জিত হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট অংশগুলি থেকেও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, 'দাসী' পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলি নিছক সম্পাদক-শোভন ঘোষণামাত্র ছিল না,

জীবন থেকেই তৈরি হচ্ছিল তাঁর বিশ্বাস ; আবার সেই বিশ্বাসই তিনি প্রয়োগ করছিলেন তাঁর জীবনযাপনে। এমনকি কন্যা শান্তা দেবীর সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারি, নারীপ্রগতি প্রসঙ্গে তাঁর নিবন্ধগুলির রচনারীতির সঙ্গেও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে মনোরমা দেবীকে লেখা তাঁর পত্রাবলির। এমনিভাবে কর্মে ও কথায়, আদর্শে ও আচরণে এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে উঠছিল রামানন্দের, যার নিদর্শন আছে এই দিনপঞ্জির পাতায়।

বিচিত্রকর্মা রামানন্দের বহুমুখী ঔৎসুক্যেরও পরিচয় অঙ্কুর আকারে আছে এই দিনপঞ্জিতে। একদিকে পতিতোদ্ধার, ব্রাহ্মসমাজে আশ্রিত এক বারাঙ্গণার কন্যাকে নিয়মিত পড়ানো, অন্যদিকে শ্রমজীবী শোষণে কাতরতা, তার প্রতিকারের আন্দোলন, একদিকে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন, অন্যদিকে আদর্শের প্রচার, একদিকে দেশের সমকালীন সমস্যায় দায়বোধ, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড বিষয়ে আগ্রহ ও অন্যদিকে পরিবার ও আত্মীয়বর্গের প্রতি কর্তব্য-পালন, ভিন্ন মতের প্রতি সহিষ্ণুতা—এ সবই সমীকৃত হয়ে গিয়েছিল তাঁর সংযত চরিত্রে।

আত্মমার্যাদা আর আত্মম্ভরিতা যে সমার্থক নয়, আত্মভাবসর্বস্ব হলে ত্যাগও যে গৌরবের নয়, এই আত্মসমালোচনার বোধ তাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল বলেই কর্মের প্রবর্তনায় তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার অগৌরব স্বীকার করতে হয়নি। সত্যের বোধে স্থিত থাকতে পেরেছিলেন বলেই একদিকে নিজের সামান্যতম ত্রুটিস্বীকারেও যেমন তিনি অকপট ছিলেন, তেমনি অন্যের ত্রুটি বিষয়েও নির্মম হতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবন এই সংগতি রক্ষারই সংগ্রাম আর তারই উদ্যোগ পর্বের একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্য এই দিনপঞ্জি।